হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ : হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ৫ম সংখ্যা
জুন- ২০২৬ ঈসায়ী
মুহররম- ১৪৪৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ- ১৪৩৩ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :
মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

উপদেষ্টা:
প্রফেসর মুহাম্মাদ মিজানুর ইসলাম
প্রফেসর মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম তারেক

নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

অনলাইন সম্পাদক :
মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী

ওয়েব ও কম্পোজ :
মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :
মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান

সার্কুলেশন ও প্রচার :
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (একমাত্র নিজস্ব নাম্বার)

অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০

ওয়েব সাইট : **www.hoquerdawat.com**

ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com

প্রধান কার্যালয় :

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র।

প্রকাশনায় : MMD.AP (MMD. আশরাফ প্রকাশনী) প্রিন্ট : রাজ-রিয়া বাইন্ডিং হাউজ, প্রেসপট্টি বাদুরতলা, বগুড়া।

সূচিপত্র :

❖ .প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া............৪
❖ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য......................৫
❖ পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ........৬
❖ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (৩য় পর্ব)..৮
❖ মুহররম মাসের মর্যাদা.......................................১০
❖ সহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে আশুরার দিন যা যা ঘটেছিল...১০
❖ আশুরার দিন রোজার ফজিলত...................................১১
❖ সারাবছর স্বচ্ছল জীবিকা লাভের আমল...................১২
❖ একজন কাজী ও খ্রিষ্টান পাদ্রীর জান্নাতের বালাখানা পাওয়ার ঘটনা...১২
❖ মুহররম মাসের ১লা রাতের নামায..........................১৪
❖ আশুরার রাতের নামায.......................................১৪
❖ আশুরার দিনের নামায.......................................১৪
❖ আশুরার দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল............................১৪
❖ রোজাদারকে ইফতার করানো................................১৪
❖ মুহররম মাসের বিশেষ দিবস সমূহ.........................১৫
❖ (নফল নামায পর্ব) রবিবার দিনের নামায................১৬
❖ রবিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত.....................১৬

ফতওয়া বিভাগ

❖ সহীহ্ হাদীসের আলোকে কদমবুচী বা পদচুম্বন করার সনদসহ দলীল...১৭

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

❖ ১০ই মুহররম বা আশুরার রোযা রাখার সঠিক সুন্নাত পদ্ধতি কী? একটি নাকি দুটি রোযা রাখতে হবে?..............২২
❖ আশুরার দিন ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উনার শাহাদতের স্মরণে হায় হোসেন বলে বুক চাপড়ানো, তাজিয়া মিছিল বা শোক পালন করার বিধান কী?........................২২
❖ অনেকে মনে করেন মুহররম মাসটি অশুভ বা অঙ্গলজনক তাই এই মাসে বিয়ে-শাদি বা নতুন ব্যবসা শুরু করা যাবে না। এটি কতটুকু সত্য.............................২৩
❖ কুরআন তেলাওয়াত করলে যেমন ছওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি কেউ যদি মনোযোগ সহকারে কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করে একই ছওয়ব পাবে কি?........২৩
❖ রাতে কাজ শেষ করতে করতে ১২টা কখনো ১টা পার হয়ে যায়। এসময় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা যাবে কি?...২৪

❖ ঘটনা পর্ব

❖ জীবন পরিবর্তনের সুন্দর একটি ঘটনা-সুদের ব্যবসায়ী হলেন হক্বানী অলী (১ম পর্ব)..........................২৪
❖ মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (১ম পর্ব).......................................২৫
❖ পীর সাহেবের ছেঁড়া জুতো ও আমীর খসরুর রাজকীয় ত্যাগ (১ম পর্ব)...২৬
কাসিদা ও কবিতা..............................২৭

কলাম ও মতামত বিভাগ

❖ **কারবালার হৃদয় বিদারক ইতিহাস (১ম পর্ব)......২৯**
❖ **নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম) ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৪র্থ পর্ব)........৩২**
❖ **হক্বের পথপ্রদর্শক প্রিয় মুর্শিদী........................৩৪**
❖ যুবকদের প্রতি নবীজি পাক (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উনার উপদেশ...৩৫
❖ **হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশ (৩য় পর্ব).............৩৭**
❖ **মাদ্রাসা কারিকুলামে আক্বীদাগত পরিবর্তন: উদ্বেগে হক্বানী আলেম সমাজ................................৩৯**

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উনার সুন্নাত

❖ গোসলের সুন্নত সমূহ...................................৪৫
❖ গোসলের সুন্নত তরীক্বা বা নিয়মাবলী...............৪৫

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ কোন আমলে ৮০ বছর ইবাদত ও ৮০ বছরের গুনাহ্ মাফ হয়...৪৫
❖ কিভাবে কবুল হজ্বের সওয়াব লাভ করা যায়.............৪৫
❖ কিভাবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সওয়াব লাভ করা যায়.......৪৫
❖ কি নিয়ে ১ ঘন্টা চিন্তা করলে ৭০ বছর ইবাদতের সওয়াব হয়...৪৬
❖ কিভাবে ৪০ হাজার থেকে ২৮ কোটি সওয়াব লাভ করা যায়..৪৬
মাসআলা মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ....৪৬
❖ **দরুদে মাহীর ফজিলত ও দরূদ শরীফ..............৪৭**
❖ **স্বাস্থ্যকথা...৪৭**
❖ **সম্পাদকীয় :** নিত্যপণ্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি: সিন্ডিকেটের অবসান ও কার্যকর বাজার মনিটরিং চাই...৪৯
❖ **রামিসা হত্যাকাণ্ড: দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এখন সময়ের দাবি..................................৫০**
❖ **হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ বার্তা...................৫২**
❖ শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ............৫৩
❖ জুন-২০২৬ এর সাহ্‌রী-ইফতারের সময়সূচী ৫৬ পৃষ্টার পর

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنهم ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্কানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে **QR Code** স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো-হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার পথে আহ্বান জানানো।

এই পত্রিকায় আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

উহা ফিতনা ফাসাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা-পুরুষকে সুন্নতী পর্দার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহপাক এবং হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও পর্দা এবং পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শবে বরাত, শবে ক্বদর সহ সত্যিকারের ইসলামে গ্রহণযোগ্য হানাফী মাযহাব ভিত্তিক ও হক্ব সুন্নতী ত্বরীকত ভিত্তিক সকল সঠিক আমল-আক্বিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা-বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপনজন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দানকারী একটি অরাজনৈতিক সুন্নতী দরবার শরীফ, আর এই দরবার শরীফের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা করা যাবে না, দেশ-জাতি ও ইসলামের সামান্যতমও ক্ষতি বা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো মুরিদ বা অনুসারী যুক্ত হতে পারবে না। এরকম কোনো কাজের অথবা কোনো জঙ্গী-সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোনো প্রমাণ উনার কোনো মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাকে অত্র দরবার শরীফের সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ভিত্তিক ও সুন্নতের ভিত্তিতে সত্যিকারের ইসলাম নিজেরা মানবো অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করবো। দেশ, জাতি ও ইসলামের উপকার করার চেষ্টা করবো। কারো কোনো ক্ষতি করবো না। আমরা সুদ-ঘুষ, জিনা, চুরি-ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা, হরতাল, লংমার্চ, প্রাণীর ছবি-ভিডিও, টিভি, গান-বাজনা, মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা, গুলসহ সকল হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকবো ও দলীয় স্বার্থের নেশায় মত্ত না হয়ে আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে হাকিক্বতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও হারাম মুক্ত জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খিলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আজীবন চালিয়েই যাবো ইনশা-আল্লাহ্।

নবীজি পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাগণ আমার পিছনে (কাবা অথবা মসজিদে নববীতে) নামাজ পড়ার চাইতে ঘরের ভিতরে একা একা নামাজ পড়লে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশি পাবে। (দায়লামী শরীফ ২/২৮৯ পৃ. ও সহীহ্ ইবনু খুজায়মা সহ অনেক নির্ভরযোগ্য দলীল) আমাদের সুন্নতী জামে মসজিদে কোনো মহিলা জামাতে নামাজ পড়তে পারবেন না। ইসলামী শরীয়তে জামাতে নামাজ পড়া মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ মাকরূহে তাহরীমী ও সাহাবাগণ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের ইজমা অস্বীকার করা কুফরী। (সমূহ ফতওয়ার কিতাব) একা একা নামাজ আদায় করে শুধুমাত্র সুন্নতী ওয়াজ, তওবা, বাইয়াত ও দোয়াতে শরীক হয়ে পর্দার সাথে আম্মা হুজুরের সহিত মহিলাদের সাক্ষাত করার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত দরবার শরীফের মহিলা মহলে ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে পারবে না (উহা দন্ডনীয় অপরাধ)।

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ

(১ম খন্ড থেকে সংগৃহীত)

১ম পারা

ركوعها۔٤٠	سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ	اٰياتها۔٢٨٦
রুকু সংখ্যা-৪০	সূরোতুল বাক্বোরোহ-মদিনায় অবতীর্ণ	আয়াত সংখ্যা-২৮৬
Ruku-40	**Surotul Bakoro- Descended in Madina**	**Ayaat-286**

পূর্ণাঙ্গ আয়াত শরীফ

আরবি: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হির্ রহ্মা-নির্ রহী-ম্

বাংলা অর্থ: পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

English Transliteration: Bismilla hir rohma-nir rohiim.

Translate Of English: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

শাব্দিক অর্থ (আরবি+বাংলা উচ্চারণ+বাংলা অর্থ)				
الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللّٰهِ	بِسْمِ	আরবি:
আর রহী-ম	আর রহ্মা-নি	আল্ল-হি	বিসমি	বাংলা উচ্চারণ:
অসীম দয়ালু	পরম করুণাময়	আল্লাহর	নামে	**বাংলা অর্থ:**

الٓمّٓ ۚ (١)

১। আলিফ্ লা-ম্ মী-ম্ ।

১। আলিফ লাম্ মীম্।

1. Alif-Laaam-Meeem.

1. Alif-Lam-Meem.

(١)	الٓمّٓ ۚ
(১)	আলিফ্ লা-ম মী-ম
(১)	আলিফ লাম মীম

ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۙ (٢)

২। যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রইবা ফীহ্; হুদাল্ লিল্ মুত্তাক্বী-ন্।

২। ইহা সেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (কুরআন) যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে হিদায়াত রয়েছে আল্লাহ্ভীতিসম্পন্নদের জন্য।

2. Zaalikal Kitaabu laa roiba feeh; hudal lilmuttaqeen.

2. This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah.

رَيۡبَ	لَا	الۡكِتٰبُ	ذٰلِكَ
রইবা	লা-	আল্-কিতা-বু	যা-লিকা
কোনো সন্দেহ	নেই	কিতাব	ইহা সেই

(٢)	لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۙ	هُدًى	فِيۡهِ
(২)	লিল্ মুত্তাক্বী-ন্	হুদান	ফীহি
(২)	মুত্তাকিদের জন্য	হিদায়াত	যার মধ্যে

(অসমাপ্ত পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

একইসাথে আরবি আয়াতের সাথে বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজী অনুবাদ আবার প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি যা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা প্রকাশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।
আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। সরাসরি দরবার শরীফে এসে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কুরিয়ারে নিতে পারেন।
সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-০১৭৭৮-০৮০৯৪৫, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)

◈ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (৩য় পর্ব) ◈

✒ মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

২৬শে রজব ১৪৩৭ হিজরী, ০৪ই মে ২০১৬ ঈসায়ী রোজঃ বুধবার। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পিছনে যোহর নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষে সবাই চলে যাওয়ার পর ১০-১৫ জন উপস্থিত ছিলো। এর মধ্যে নতুন কয়েকজন লোক বাইয়াত হওয়ার জন্য এসেছিলো। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট তাঁরা বাইয়াত হওয়ার আরজী পেশ করলো। এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা হাত মুবারক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাতের উপরে হাত রাখুন। আলহামদুলিল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আমি অধমও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার হাত মুবারকের উপরে হাত রাখলাম। বাইয়াত শেষ হওয়ার পর যেগুলো ছবক প্রাথমিক অবস্থায় দিয়ে থাকেন- পাস-আনফাস যিকির, সকালে-রাতে ১০০-২০০ বার করে অজিফার দরূদ শরীফ, ইস্তেগফার ও লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'জীম এগুলো আমল নিয়মিত করতে হবে। এরপর বললেন, বাইয়াত মানে বিক্রি হয়ে যাওয়া মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট কিভাবে ফানাহ্ হতে হবে সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বললেন।

একবার এক ব্যক্তি বিশিষ্ট অলী, হযরত আবু বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার নিকট বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলো এসে বললো, হুযূর আমাকে বাইয়াত করে মুরীদ করে নিন। আল্লাহ পাক-উনার অলী তাকে বললেন, বাবা! বাইয়াত হওয়ার বিষয়টি অনেক কঠিন। তুমি কি ছূফীদের চাকচিক্যময় কথা শুনে বাইয়াত হতে এসেছো। যদি এ উদ্দেশ্যে এসে থাকো তাহলে ফেরত চলে যাও। আর তা না হয়ে যদি আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি, রিযামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে এসে থাকো এবং এজন্য তোমার জান বাজি রাখতে পারো তাহলে তুমি বাইয়াত হতে পারো। সে ব্যক্তি বললো, হুযূর! আমি আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি, রিযামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে এসেছি। লোকটির কথা শুনে আল্লাহ পাক-উনার অলী প্রথমেই তাকে পরীক্ষা করার জন্য কালিমা শরীফ পাঠ করতে বললেন। সে ব্যক্তি পাঠ করলো-. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ"

তিনি বলেন, না, এটা হয়নি। এভাবে পাঠ করো-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَبُوْ بَكْرٍ شِبْلِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. নাউযুবিল্লাহ্

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আবূ বকর শিবলী রসূলুল্লাহ ﷺ" নাউযুবিল্লাহ্। এটা শুনে সে ব্যক্তি ভয় পেয়ে গেলো। তৎক্ষণাত সেখান থেকে সে চলে গেলো। কিছুদূর যাওয়ার পর সে মনে মনে ফিকির করতে লাগলো, হযরত আবূ বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তো মশহুর অলী, বিখ্যাত আলিম, তিনি তো কালিমা শরীফের এমন তা'লীম দেওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই এমন তা'লীম দেওয়ার পিছনে কোনো না কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। তাই সে পূনরায় আসলো এবং বললো, হুযূর! আমাকে বাইয়াত করান। তিনি আবারো তাকে কালিমা শরীফ পাঠ করতে বললেন, সে ব্যক্তি পূর্বের মতোই পাঠ করলো- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ তিনি বললেন, না। তুমি পাঠ করো-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَبُوْ بَكْرٍ شِبْلِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. নাউযুবিল্লাহ

এই মুহূর্তে সে ব্যক্তি তাই পাঠ করলো। (নাউযুবিল্লাহ) যখন পাঠ করলো তখন তিনি বললেন, হে ব্যক্তি তুমি খালিছ ইস্তিগফার-তওবা করো। কারণ কালিমা শরীফ কখনই এমন নয় এমনটি বিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কালিমা শরীফ-উনার এমন তা'লীম এজন্য দিয়েছি যাতে আমার কোনো বিষয়ে তুমি চু-চেরা না করো অথবা ফানা ফিশ্ শায়েখ হতে পারো। যাবতীয় বিষয় যেন বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে মেনে নিতে পারো। আর তখনই তোমার পক্ষে বাইয়াত হওয়ার, মুরীদ হওয়ার সার্থকতা হবে। তুমি তাকমীলে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

....

২৪শে শাবান ১৪৪৭ হিজরী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঈসায়ী জুমআ'র দিন সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ করে মাগরিবের আজান হলে সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট ইফতার নিয়ে যাওয়া হলে তিনি খেজুর আর পানি দিয়ে ইফতার করলেন। মাগরিব নামাজের পর দূরের সকল ভক্ত-মুরিদকে বিদায় দেওয়ার পর মিম্বর শরীফে বসলেন। এখন দরবার শরীফের খাদেম-খুদামা এবং খাছ মুরিদগণ সোহবতে ছিলেন।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা ফানা ফিশ শায়েখ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বললেন-

তরীক্বতের কিতাব 'দেওয়ানে হাফিযে' বর্ণিত রয়েছে, "তোমার মুর্শিদ ক্বিবলা যদি বলেন, তুমি তোমার জায়নামায শরাব (মদ) দ্বারা রঙ্গীন করে নাও, তবে তুমি তাই করে নিও। কারণ আল্লাহ পাককে হাছিল করার পথ ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলাই সম্যক অবগত।" সত্যিকারের মুর্শিদ যিনি তিনি কখনোই শরাব পান করানো বা কোনো প্রকার হারাম, বিদআত, শিরক করানো তো দূরের কথা একটা মাকরুহ কাজও তিনি ইচ্ছা করে নিজে এবং তার মুরিদকে করানোর পক্ষে থাকবেন না। এবং ফরজ তরক করানো তো দুরের কথা একটা নফল মুস্তাহাব ইচ্ছা করে নিজে ছাড়বেন না এবং মুরিদকেও ছাড়াবেন না। সাময়িক ভাবে মুরিদকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো বিষয়ে মুরিদের নিকটে হেকমতের আশ্রয় নিতে পারেন। যা অল্প জ্ঞানের কারণে মুরিদ নাও বুঝতে পারে।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন,

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর এক মুরিদকে সাথে নিয়ে একটি নদী পার হচ্ছিলেন। নদী পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা ছিল না। জুনায়েদ বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুরিদকে বললেন, "তুমি আমার হাত ধরো এবং 'ইয়া জুনায়েদ' বলতে বলতে পানির ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করো।" মুরিদ তা-ই করলেন। পীর সাহেবের হাত ধরে 'ইয়া জুনায়েদ' বলতে বলতে তিনি অত্যন্ত সহজে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মাঝনদীতে পৌঁছানোর পর মুরিদকে শয়তান এভাবে ধোঁকা দিলো যে, "আমি মুর্শিদ ক্বিবলার নাম নিয়ে পানিতে ভাসছি, অথচ মুর্শিদ ক্বিবলা ইয়া আল্লাহ্ বলছেন! আল্লাহর নামের চেয়ে হুজুরের নামের শক্তি কি বেশি হতে পারে?"

এই সংশয় জাগামাত্রই মুরিদ 'ইয়া জুনায়েদ' বলা ছেড়ে দিয়ে 'ইয়া আল্লাহ্' বলতে শুরু করলেন। অমনি তিনি পানিতে ডুবতে লাগলেন। মুরিদ হাবুডুবু খেতে থাকলে জুনায়েদ বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে টেনে ধরলেন এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন: "বৎস, তুমি এখনো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাওনি। তোমার জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা হলো তোমার মুর্শিদ ক্বিবলা। আমি 'ফানা ফিল্লাহ' (আল্লাহর প্রেমে বিলীন) অবস্থায় আছি। কিন্তু তুমি এখনো (ফানা ফিশ-শায়খ) বিলীন হওনি, তাই তুমি যখন আমার অনুকরণ করতে গেলে, তোমার বিশ্বাসে ফাটল ধরলো এবং তুমি ডুবে গেলে।"

আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক স্তরে মুরিদকে তার মুর্শিদ ক্বিবলার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। নিজের বুদ্ধি বা যুক্তি খাটিয়ে পীরের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করলে মুরিদ পথভ্রষ্ট হতে পারে।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন, কেউ কারো উপরে জুলুম করবেন না। যখন কারো উপরে জুলুম করবেন, তখন আপনি হবেন জালেম।

পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহপাক জালেমদেরকে হিদায়েত করেন না। (সূরা মায়েদা-৫১ নং আয়াত শরীফ) আর যার উপরে জুলুম করবেন সে হবে মাজলুম। আর মাজলুমের দোয়া কবুলযোগ্য। আপনি যখন কারো উপরে অন্যায়, জুলুম করবেন বা কাউকে কষ্ট দিবেন। মনে রাখবেন, আপনার কারণে যদি কেউ হক্ব পথ থেকে বাত্বিল পথে চলে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন সে আপনাকে দায়ী করবে এবং আপনাকে সঙ্গে নিয়ে জাহান্নামে যাবে। একটি অন্তর ভাঙ্গা অর্থাৎ কারো মনে কষ্ট দেওয়া কাবাঘর ভাঙ্গার সমান।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহ্ পাক কবুল করেছেন বলেই তিনি আপনাদেরকে হক্বের দা'ওয়াতে খিদমত করার তৌফিক দিয়েছেন। আমি নিজে থেকে কাউকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেইনি। আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট এই দরবারকে সোপর্দ করে দিয়ে বলেছি, যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন তাদের অর্থ, সময়, শ্রম দিয়েই এই দরবার শরীফের খিদমত করে নিবেন। যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন না, যারা এই দরবারের জন্য মঙ্গলজনক নয় তাদেরকে আপনি দরবার থেকে বিতাড়িত করবেন। যারা এই দরবারে টিকে থাকতে পারবেনা বুঝা যাবে তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ্পাক হক্বের দা'ওয়াতের খিদমত চান না, তারা এই দরবারের জন্য মঙ্গলজনক নয়। মনে রাখবেন, এই দরবারের একটি পয়সাও অন্যায়ভাবে খাওয়া মানে আগুন খাওয়া। আমার জীবনের সকল উপার্জন আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। এই দরবারে যারা কোনো স্বার্থ বা ধান্দা নিয়ে আসবে তারা কখনো হক্ব পথে টিকে থাকতে পারবেনা। মহান আল্লাহ্ পাক বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। কাউকে তিনি মর্যাদা ও নিয়ামত দান করে পরীক্ষা করেন-সে অহংকারী হয়ে যায় কি'না তা দেখার জন্য। আবার কারো মর্যাদা ও নিয়ামত কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন-সে বিপদে ধৈর্য হারিয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় কি'না তা দেখার জন্য।"

(৩য় পর্ব সমাপ্ত)

পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন।

মুহর্‌রম মাসের মর্যাদা

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট আল্লাহর কিতাবে গণনার মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।" **(সূরা তওবা: ৩৬)**

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ اَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِالْجَنَّةِ۔

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মাস পবিত্র মুহররমকে আমলের মাধ্যমে সম্মানিত করবে, আল্লাহ পাক ক্বিয়ামতে তাকে জান্নাত দিয়ে সম্মানিত করবেন। সুবহানাল্লাহ্!

আরবী হিসাব অনুযায়ী মুহর্‌রম মাস হলো বছরের প্রথম মাস। এই মাসটি বছরের প্রথম মাস হওয়ার কারণে এই মাসের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। যা অন্য কোনো মাসে নাই। আরবী ভাষায় মুহররম শব্দের শাব্দিক অর্থ পবিত্র বা নিষিদ্ধ। এই মাসে কোনোরূপ কলহ, কোন্দল, ঝগড়া বিবাদ বা লড়াই করা নিষিদ্ধ বলে এই মাসের এই নামকরণ করা হয়েছে। আর এই অবাঞ্ছিত কাজগুলো হতে মাসটি মুক্ত এবং পাক বলে ইহার অন্য নাম পবিত্র হয়েছে। নবীজি পাক (ﷺ) মুহর্‌রম মাসে কাফির-মুশরিকদের সাথে কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন নাই।

মুহররম মাসে রোজার ফজিলত সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلٰثُوْنَ يَوْمًا۔

অর্থ : যে ব্যক্তি মুহররম মাসে একদিন রোজা রাখে, তাহলে বিশেষ করে তার জন্য একদিনে ত্রিশ দিনের ছওয়াব হবে।

দুনিয়ার অসংখ্য প্রধান প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই মাসে। বিশেষত: এ মাসের দশ তারিখকে বলা হয় আশুরা। আশুরার দিনের ফজিরত সম্পর্কে অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ রয়েছে। এই দিনটিতে দুনিয়াতে যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

সহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে আশুরার দিন যা যা ঘটেছিল

হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ (رضي الله عنهم) নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! আশুরার দিনকে আল্লাহপাক কি সমস্ত দিন হইতে উত্তম দিনরূপে সৃষ্টি করেছেন? নবীজিপাক (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'।

- আল্লাহ তাআ'লা আকাশসমূহকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন।
- পাহাড়সমূহকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন।
- সাগরসমূহকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন।
- কলমকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন।
- লাওহকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন।
- হযরত আদম (عليه السلام) উনাকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং আশুরার দিন উনাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়েছেন।
- আশুরার দিনেই হযরত আদম (عليه السلام) হযরত হাওয়া (عليها السلام) ও বনী আদমের জন্য করা উনার তওবা কবুল করা হয়েছে।
- আশুরার দিনে সর্বপ্রথম রহমতের বৃষ্টি নাযিল হয়েছিল।
- আশুরার দিনেই হযরত নূহ (عليه السلام) উনার নৌকা জুদী পাহাড়ে অবতরণ করেছিল।
- আশুরার দিনেই আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) উনাকে নমরুদের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।
- আশুরার দিনেই হযরত আইয়ুব (عليه السلام) রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন।
- আশুরার দিনে হযরত মুসা (عليه السلام) উনাকে ও উনার জাতিকে নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে পানিতে নিমজ্জিত করেছেন।
- আশুরার দিনে হযরত ঈসা (عليه السلام) উনাকে ইহুদিদের কবল থেকে রক্ষা করে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

- আশুরার দিনেই নবীজি পাক (ﷺ) উনার দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) কারবালার ময়দানে শাহাদতবরণ করে সুন্নতী ইসলাম তথা নাজাতী ফেরকার ইসলামকে জিন্দা করেছেন।
- আশুরার দিনেই আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী ফেরেশতা ইস্রাফিল (عليه السلام) সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে ক্বিয়ামত ঘটবে। সেই দিনটি হবে শুক্রবার। এইরকম আরো অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল এই আশুরার দিনে।

আশুরার দিন রোজার ফজিলত

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّ فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔

অর্থ : নবীজি পাক (ﷺ) প্রথমে আশুরার দিনে রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমাদ্বনের রোযা ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা আশুরার রোযা পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না। **(বুখারী শরীফ ১৮৭৫ নং হাদীস)**

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেছেন,

مَنْ صَامَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمِ أُعْطِي ثَوَابُ عَشَرَةَ اٰلاَفِ مَلَكٍ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি মুহররম মাসে আশুরার রোজা রাখে, তাকে আল্লাহ পাক দশ হাজার ফেরেশতার ছওয়াব দান করবেন। **(মুছান্নাফ ও মুসনাদ, তোহফায়ে ইয়ামানী ১/১৫৪)**

وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمِ أُعْطِي ثَوَابَ عَشَرَةَ اٰلاَفِ شَهِيْدٍ وَثَوَابَ عَشَرَةَ اٰلاَفِ حَاجٍّ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি মুহররম মাসে আশুরার রোজা রাখে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা দশ হাজার শহীদের ও দশ হাজার হাজীদের ছওয়াব প্রদান করবেন। **(কিতাবুল আওরাদ ১/২৫১)**

مَنْ صَامَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ كَتَبَ اللهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّيْنَ سَنَةً بِصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا۔

অর্থ : যে ব্যক্তি আশুরার রোজা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ষাট বৎসর রোজা রাখার ও রাত্রি জাগরণ করার ছওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করবেন। **(মুসনাদ, তোহফায়ে মাদীনা-২/১০৫)**

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আশুরার রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক তার আমলনামায় সাত আসমানের অধিবাসীদের ছওয়াব লিখবেন। **(মুছান্নাফ, কিতাবুল ফায়সালাহ্-২/৪০২)**

হযরত আবু কাতাদাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِى ﷺ عَنْ صِيَامِ عَشُوْرَاءَ فَقَالَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ۔

অর্থ : এক ব্যক্তি নবীজি পাক (ﷺ) উনার কাছে আশুরার দিনে রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন- আমি আশা করি এই দিন রোযা রাখলে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(আবু দাউদ-২/৩৩৩)**

রমাদ্বনের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু যখন রমাদ্বনের রোযা ফরয হলো তখন থেকে এটি নফল রোযা হিসেবে বহাল রয়েছে। তবে কেবল আশুরার দিন একদিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই এর আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখলে সাদৃশ্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজি পাক (ﷺ) বলেন,

صُوْمُوْا يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَ خَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا۔

অর্থ : "তোমরা আশুরার দিন রোজা রাখো, তবে ইহুদীদের বিরোধীতা করো। তোমরা আশুরার আগে একদিন অথবা পরে একদিন রোযা রাখো।" **(মুসনাদে আহমদ-২১৫৪)**

এজন্য আশুরার রোজা কমপক্ষে দুইটি রাখতে হবে। মুহররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে অথবা ১০ ও ১১ তারিখে।

সারাবছর স্বচ্ছল জীবিকা লাভের আমল

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আশুরার মুহররমের ১০ তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ পাক সাড়া বৎসর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। অর্থ্যাৎ তাকে কুদরতি মদদ দিয়ে স্বচ্ছলতা দান করবেন। তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী (رحمة الله عليه) বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটিকে এরূপই পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। **(মিশকাত ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯২৬)**

একজন কাজী ও খ্রিষ্টান পাদ্রীর জান্নাতের বালাখানা পাওয়ার ঘটনা

এক ব্যক্তি ছিলেন গরীব আলিম অলী। একবার অসুস্থতার কারণে তিনি তিন দিন যাবত কাজ করতে পারলেন না। চতুর্থ দিন ছিল **১০ই মুহররমুল হারাম** শরীফ অর্থাৎ আশুরার দিন। তিনি জানতেন যে মিশকাত শরীফের পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি পবিত্র আশুরা শরীফ উনার দিন তার পরিবার পরিজনের জন্য ভালো খাদ্যের ব্যবস্থা করবে মহান আল্লাহ পাক তিনি তাকে এক বৎসরের জন্য স্বচ্ছলতা দান করবেন।' সুবহানাল্লাহ!

তখন ছিল কাজীদের (বিচারক) যুগ। সেই আলিম যে এলাকায় থাকতেন সেখানকার কাজী সাহেব অনেক ধনী ব্যক্তি ছিল। তাই আলিম ব্যক্তি মনঃস্থির করলেন যে কাজী সাহেবের কাছেই এ বিষয়ে সাহায্য চাইবেন। সে অনুযায়ী আলিম ব্যক্তি কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে আশুরা শরীফের ফযীলতের কথা বলে এবং নিজের অসুস্থতা ও পরিবারের অভুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করে দশ সের আটা, দশ সের গোশত ও দুই দিরহাম চাইলেন হাদিয়া অথবা কর্জ হিসেবে। কাজী সাহেব তাকে যোহরের সময় আসতে বললো। যোহরের সময় বললো, আছরের ওয়াক্তে আসতে। তারপরে আছরের সময় মাগরিবে, মাগরিবের সময় ইশায় আসতে বললো এবং ইশার সময় সরাসরি না করে দিলো। তখন গরীব আলিম ব্যক্তি বললেন, 'হে কাজী সাহেব! আপনি আমাকে দিতে পারবেন না, সেটা আগেই বলতে পারতেন। আমি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু তা না করে আমাকে সারাদিন ঘুরিয়ে এই শেষ মুহূর্তে না করছেন?' কাজী সাহেব সেই গরীব, আলিম ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

মনের দুঃখে আলেম লোকটির কান্না এসে গেলো। তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। পথে ছিল এক খ্রিস্টানের বাড়ি। খ্রিস্টান ব্যক্তি তখন বারান্দায় বসে বাতাস খাচ্ছিল। খেয়াল করলো তার বাড়ির সামনে দিয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তি চোখ মুছতে মুছতে হেঁটে যাচ্ছে। এটা দেখে খ্রিস্টান ব্যক্তি আলিম সাহেবকে ডাক দিলো। জিজ্ঞেস করলো যে আপনার কি হয়েছে? আপনি কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যাচ্ছেন বা কোথা হতে আসছেন? যদি আপত্তি না থাকে আমাকে বলবেন কি? বিধর্মী বিধায় খ্রিস্টান ব্যক্তিকে প্রথমে সেই আলিম কিছু বলতে চাইলেন না। কিন্তু খ্রিস্টানের একান্ত আগ্রহের কারণে তিনি আশুরা শরীফের ফজিলত ও তার বর্তমান দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করলেন। সে ব্যক্তি যদিও বংশগতভাবে খ্রিস্টান ছিল কিন্তু দ্বীন ইসলামের উপর বেশ অনুরক্ত ছিল। তাই সে উৎসাহী হয়ে আলিম ব্যক্তিকে তার চাহিদা মুতাবিক সবকিছু হাদিয়া করতে চাইলো। কিন্তু সে বিধর্মী বিধায় আলিম ব্যক্তি তার কাছ থেকে কিছু নিতে চাইলেন না। এক পর্যায়ে খ্রিস্টান বললো যে, আপনি হাদিয়া হিসেবে না নেন কমপক্ষে কর্জে হাসানা হিসেবে নিয়ে হলেও আপনার প্রয়োজন মিটান। আলিম ব্যক্তি দেখলেন যে এছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় নেই, তাই তিনি উক্ত দিরহাম ও খাদ্যদ্রব্য নিতে সম্মত হলেন। তখন খ্রিস্টান ব্যক্তি খুব খুশির সাথে আলিম ব্যক্তিকে দশ সের আটা, দশ সের গোশত, দুই দিরহাম এবং অতিরিক্ত আরো বিশ দিরহাম দিলো এবং বললো, আপনাকে আমি আশুরা শরীফের সম্মানার্থে এসকল জিনিস গুলো হদিয়া দিলাম। আপনি দয়া করে আশুরা শরীফের সম্মানার্থে এগুলো গ্রহন করুন। আর আমি নিয়ত করেছি আশুরা শরীফের সম্মানার্থে প্রতিমাসে এ পরিমান হাদিয়া আমি আপনাকে

দিব। আপনি দয়া করে না করবেন না।' আলিম ব্যক্তি খুশি হয়ে হাদিয়া নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং খাবার তৈরি করে ছেলে-মেয়ে সহ আহার করলেন। অতঃপর পরিবার সহ দু'আ করলেন, 'আয় আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি আমাকে সন্তষ্ট করলো, আমার ছেলে-মেয়েদের মুখে হাসি ফুটালো; আপনি তার দিল খুশি করে দিন, তাকে সন্তষ্ট করে দিন, তাকে পবিত্র ঈমান দান করুন।

এদিকে ঐ রাতে কাজী সাহেব স্বপ্ন দেখলো যে, তাকে বলা হচ্ছে, 'হে কাজী সাহেব! তুমি মাথা উত্তোলন করো।' মাথা তুলে কাজী সাহেব দেখতে পেলো যে, তার সামনে দু'টি বেহেশতের বালাখানা। একটি স্বর্ণের আরেকটা রৌপ্যের। কাজী সাহেব বললো, 'আয় আল্লাহ পাক! এগুলো কার জন্য?' গায়েবী আওয়াজ হলো, 'এ বালাখানা দু'টি তোমার ছিল। কিন্তু এখন আর তোমার নেই। কারণ তোমার কাছে যে গরিব আলিম অলী লোকটি আশুরা শরীফ উপলক্ষে সাহায্যের জন্য এসেছিল, তাকে তুমি সাহায্য করোনি। কিন্তু তোমার প্রতিবেশি খ্রিস্টান ব্যক্তি সাহায্য করেছে। এজন্য এ বালাখানা দু'টি এখন সেই খ্রিস্টান লোকের হয়েছে।' সুবহানাল্লাহ! অস্থিরতার সাথে কাজী সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে ঘুম থেকে উঠে ওযু করে নামায আদায় করে সেই খ্রিস্টানের বাড়িতে গেলো। খ্রিস্টান ব্যক্তি এত সকালে কাজী সাহেবকে দেখে বিস্মিত হলো; কারণ প্রতিবেশি হলেও কাজী সাহেব কখনোই খ্রিস্টান ব্যক্তির বাসায় আসা তো দূরের কথা কখনো খোঁজও নেয়নি। সে বললো, 'আপনি এত সকালে আমার বাসায় কি জন্য এলেন?' কাজী সাহেব খ্রিস্টান ব্যক্তিকে বললো, 'তুমি গত রাতে যে নেক কাজ করেছো তা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে এক লক্ষ মতান্তরে ২ লক্ষ দিরহাম দিব।' খ্রিস্টান ব্যক্তি বললো, 'আমার খেয়ালে আসেনা যে, আমি কোনো উল্লেখযোগ্য নেক কাজ করেছি। তবে আপনি যদি জেনে থাকেন তাহলে আমাকে বলতে পারেন। আর কি এমন নেককাজ যা আপনি এত মূল্য দিয়ে কিনতে চাচ্ছেন!' তখন কাজী সাহেব বললো, 'তুমি গত রাতে আশুরা শরীফ উপলক্ষে এক গরীব আলিম অলী ব্যক্তিকে সাহায্য করেছিলে?' খ্রিস্টান ব্যক্তি তা স্বীকার করে বললো, 'হ্যাঁ, আমি সেই আলিম ব্যক্তিকে চাহিদা অনুযায়ী আশুরা শরীফ উপলক্ষে দশ সের আটা, দশ সের গোশত, দুই দিরহাম হাদিয়া দিয়েছি। সাথে আমার তরফ থেকে আরো বিশ দিরহাম হাদিয়া করে প্রতি মাসে তাঁকে এ পরিমাণ হাদিয়া দেয়ার ওয়াদা করেছি।' কাজী সাহেব বললো, 'তুমি তোমার এই নেক কাজ এক/দুই লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে আমার নিকট বিক্রি করে দাও এবং তুমি তার সাথে প্রত্যেক মাসে যে ওয়াদা করেছ আমি তাঁকে তা দিয়ে দিব।' খ্রিস্টান ব্যক্তি বললো, 'হে কাজী সাহেব! আপনি কি জন্য সামান্য হাদিয়া করার বিনিময়ে আমাকে এত দিরহাম দিবেন সেটা স্পষ্ট করে বলুন? এই সামান্য হাদিয়ার কি এত গুরুত্ব?' তখন কাজী সাহেব তার সপ্নের কথা খুলে বললো; তারপর বললো, 'তুমি তো খ্রিস্টান। তুমি তো এই বালাখানা পাবে না। কারণ , পবিত্র দ্বীন ইসলাম আসার পরে পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম বাতিল হয়ে গিয়েছে। কাজেই সেই ধর্মের উপর যারা থাকবে তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না।' তখন খ্রিস্টান ব্যক্তি বললো, 'আমি যদি ইসলাম গ্রহন করি তাহলে কি এই বালাখানার মালিক হতে পারবো? তখন কাজী সাহেব বললো, 'হ্যাঁ, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে বালাখানা লাভ করতে পারবে। তখন খ্রিস্টান ব্যক্তি বললো 'হে কাজী সাহেব! আপনি সাক্ষী থাকুন আমি এক্ষুনি কালেমা শরীফ পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ!

পবিত্র মিশকাত শরীফের সহীহ্ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "তোমরা মুহররম মাসকে এবং উনার মধ্যস্থিত আশুরার দিনকে সম্মান করো। যে ব্যক্তি মুহররম মাস ও আশুরার দিনকে সম্মান করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাকে জান্নাত দ্বারা সম্মানিত করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।" সুবহানাল্লাহ! পবিত্র মুহররম মাস এবং পবিত্র আশুরা শরীফ উনাকে সম্মান করার কারণে এবং হক্বানী অলীর দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ পাক তিনি একজন খ্রিস্টানকে ঈমান দিয়ে দিলেন, এমনকি জান্নাত নছীব করলেন এবং অলীকে সাড়া বছর স্বচ্ছল জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। সুবহানাল্লাহ! আর কাজী সাহেবকে কৃপণতার শাস্তি দিলেন। **(কিতাবুল ফায়সালাহ্-২/৩২৫)**

পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের ভিত্তিতে হক্ব প্রচারের জন্য জান ও মাল খরচ করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সকল কাজে গয়েবী মদদ ও বরকত পাওয়া যায়।

মুহররম মাসের ১লা রাতের নামায

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে- যে লোক মুহররম মাসের **১**ম রাত্রিতে দুই রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায আদায় করবে এবং তার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মাল-আসবাব ও সন্তান-সন্ততিদেরকে সারা বছর হেফাজত করবেন এবং নিজের সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করবেন। আর নামাযী ব্যক্তির পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

আর এক বর্ণনায় আছে যে, মুহররম মাসের প্রথম রাত্রিতে যদি কোনো ব্যক্তি আট রাকাত নামায এভাবে আদায় করে যে, উহার প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ১১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে এবং দুই রাকাতের নিয়তে নামায পড়বে। যদি নামাযী ব্যক্তি ও তার পরিবার-পরিজন শিরক বিদআতে শরীক না থাকে এবং নবীজি (ﷺ) ও হক্কানী অলীদের সাথে বেআদবী ও দুশমনি আক্বিদা পোষণ না করে তবে তাকে ও তার পরিবার বর্গের জন্য রোজ ক্বিয়ামতে নবীজি পাক (ﷺ) অবশ্যই শাফায়াত করবেন।

আশুরার রাতের নামায

কিতাবুল আওরাদের **১**ম খন্ড **২৫২** পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আশুরার রাতে একশত রাকায়াত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ তিনবার পড়বে এবং নামায হতে অবসর হয়ে কালেমা তামজীদ সত্তরবার পড়বে। তাহলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

তাযকিরাতুল আওরাদ নামক কিতাবের ২/২৫০ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে চার রাকাত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার ও সূরা ইখলাস তিনবার পড়বে এবং নামায হতে অবসর হয়ে একশত বার সূরা ইখলাস পড়বে। সে অসীম ছওয়াবের অধিকারী হবে ও তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং বেহেস্তে সমস্ত নিয়ামতের অধিকারী হবে।

তুহফায়ী ইয়ামানী কিতাবের **১**ম খন্ড **১৫৫** পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রিতে চার রাকায়াত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পাঁচশত বার সূরা ইখলাস পড়ে তাহলে তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে।

আশুরার দিনের নামায

যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে, প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং পঞ্চাশ বার সূরা ইখলাস পড়বে- আল্লাহ তাআ'লা ঐ ব্যক্তির বিগত পঞ্চাশ বছরের এবং আগত পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, আর জান্নাতে তার জন্য নূরের সহস্র প্রাসাদ নির্মাণ করে রাখবেন। অন্য এক হাদীস শরীফে আছে চার রাকাত দুই সালামে পড়বে। অর্থাৎ দুই রাকাত করে পড়বে। আর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা, সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস একবার করে পড়বে এবং নামায শেষে সত্তরবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। হাদীসখানা হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। **(আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার লিখিত 'গুনিয়াতুত ত্বালিবীন'-উর্দূ-পৃষ্ঠা-২৭)**

আশুরার দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল

গোসল করা: "যে ব্যক্তি আশুরার দিন (আশুরার নিয়তে) গোসল করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাকে এক বছরের জন্য মৃত্যু ব্যতিত সকল রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন এবং সে অলসতা ও দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।" সুবহানাল্লাহ!

চোখে সুরমা লাগানো: "যে ব্যক্তি আশুরার দিন চোখে মেশক মিশ্রিত ইসমিদ সুরমা (ইসমিদ সুরমা না পেলে যেকোনো সুরমা) লাগাবে তার চোখে ওই দিন থেকে এক বছরের জন্য কোন কঠিন রোগ হবে না।" সুবহানাল্লাহ! **(শুয়াবুল ঈমান, দায়লামী)**

রোজাদারকে ইফতার করানো

مَنْ فَطَرَ مُؤْمِنًا يَوْمَ عَشُوْرَاءَ فَكَاَنَّمَ اَفْطَرَ جَمِيْعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَشْبَعَ بُطُوْنَهُمْ-

অর্থ : "আশুরার দিন যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে যেনো সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী (ﷺ) উনাদেরকে ইফতার করালো এবং পেট ভরে খাওয়ালো।" সুবহানাল্লাহ! **(কিতাবুল ফায়সালাহ্- ২/৩২৭ পৃষ্ঠা)**

ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো: "যে ব্যক্তি আশুরার দিন কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য

খাওয়াবে এবং পিপাসার্তকে পানি পান করাবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি তাকে জান্নাতের দস্তরখানায় খাদ্য খাওয়াবেন এবং জান্নাতের সালসাবীল নামক ঝর্ণা থেকে পানীয় পান করাবেন।" **(ইবনে নুবাতা)**

মহান আল্লাহপাক আমাদের সকলকে পবিত্র মুহর্‌রম মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুহররম মাসের বিশেষ দিবস সমূহঃ

★ ১লা মুহররমঃ ইসলামী বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন। সম্মানিত দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোন নববর্ষ বা বছরের প্রথম দিন নববর্ষ হিসেবে পালন করা হারাম।

★ **১লা মুহহরমঃ** ২৪ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণি যুন নূরাইন ﷺ তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

★ **২রা মুহররমঃ** হযরত আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম (নবীজি পাক (ﷺ) উনার দুনিয়াতে আগমনের ২ মাস ১০ দিন পূর্বে) ২রা মুহররম আমুল ফীল বা হস্তি বছর জুমুআ'র দিনে ওফাত শরীফ তথা ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে মোট ২৫ বছর ৬ মাস ছিলেন। উনার মাজার শরীফ মদীনা শরীফের 'আবওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত।

★ **৫ই মুহহরমঃ** উম্মুল মু'মিনীন সাইয়্যিদাতুনা হযরত রায়হানাহ বিনতে শামউন ﷺ (বনু নাযীর গোত্র) তিনি ৫ই মুহররম বৃহস্পতিবারে ওফাত শরীফ তথা ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে মোট ৪১ বছর ৯ মাস ৭ দিন ছিলেন।

★ **৮ই মুহহরমঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার প্রথম কন্যা হযরত যাইনাব ﷺ ৮ই মুহররম ৮ম হিজরী সোমবার দিনে ইশরাক্বের ওয়াক্তে ওফাত শরীফ তথা ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৩০ বছর ৬ মাস ১৭ দিন ছিলেন। নবীজি পাক ﷺ উনার ৪ জন ছেলে ও ৪ জন কন্যার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি দিন দুনিয়াতে ছিলেন। উনার মাজার শরীফ জান্নাতুল বাক্বীতে।

★ **আশুরা শরীফঃ** ৯ই মুহররম দিবাগত রাতটি হচ্ছে আশুরার রাত্রি। ১০ই মুহররম দিনটি আল্লাহপাকের নিকট সম্মানিত একটি দিন। এ মুবারক দিনে সৃষ্টির সূচনা হয় এবং এই দিনেই সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটবে। বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি এই দিনেই করা হয়, বিশেষ বিশেষ ঘটনা এই দিনেই সংঘটিত হয়। যেমনঃ এই দিনে আল্লাহপাক উনার সাথে হযরত মুসা কালীমুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার তুর পর্বতে কথোপকথন হয়। এবং হযরত মুসা কালীমুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার প্রতি পবিত্র তাওরাত শরীফ নাযিল হয়।

★ **১০ই মুহররমঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন ﷺ ১০ই মুহররম ৬১ হিজরীতে জুমুআ'র দিনে কারবালার প্রান্তরে শাহাদত মুবারক গ্রহণ করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৫৬ বছর ৫ মাস ৫ দিন ছিলেন। উনার শরীর মুবারকে ৩৩টি তীর ও ৪৩টি তরবারির আঘাত ছিল। ১ নবী বা ১ জন রসূল আলাইহিস সালাম উনাকে শহীদ করলে কমপক্ষে সে ক্বওমের ৭০ হাজার লোককে কাফফারা আদায় করতে হয়। আর ১ জন খলীফাকে শহীদ করলে ৩৫ হাজার লোককে কাফফারা আদায় করতে হয়। আর নবীজি পাক ﷺ উনার দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন ﷺ উনার শাহাদতের সাথে যারা জড়িত তাদের ১ লাখ ৪০ হাজার লোককে কাফফারা আদায় করতে হয়েছে এবং ইয়াযিদ ও তার অনুসারীদেরকে যারা সমর্থন করেছে বা করতেছে বা করবে তাদের সবাইকে কঠিন কাফফারা আদায় করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

★ **১৬ই মুহররমঃ** উম্মুল মু'মিনীন হযরত মারিয়াহ ক্বিবতিয়াহ ﷺ (বনু ক্বিবত গোত্র) তিনি ১৬ই মুহররম ১৬ হিজরী বৃহস্পতিবার ওফাত শরীফ তথা ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ২৯ বছর ১০ মাস ৩ দিন ছিলেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীন ﷺ উনাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে অল্প সময় দুনিয়াতে ছিলেন।

★ **২২শে মুহররমঃ** ইয়াওমুল ফীল (হস্তি বাহিনীর ধ্বংসের দিবস) আবরাহার ধ্বংসের দিবসঃ নবীজি পাক ﷺ উনার দুনিয়াতে তাশরীফের ৫০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২২শে মুহররম আবরাহা ও তার সঙ্গীরা মিলে পবিত্র কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে এসেছিলো। নাউযুবিল্লাহ! তখন হযরত আব্দুল মুত্তালিব আলাইহিস সালাম উনার বদদু'আর ফলে গযবে আবরাহা ও তার সঙ্গীরা ধ্বংস হয়ে যায়।

★ **২৫শে মুহররমঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই ইবনে আখ্‌ত্বব ﷺ

(বনু নাযীর গোত্র) উনার বিবাহ মুবারক দিবস। (২৫শে মুহররম ৭ম হিজরী সোমবার রাত্রি) তখন দুনিয়াবী দৃষ্টিতে উম্মুল মু'মিনীন (رضي الله عنها) উনার বয়স ১৬ বছর ৪ মাস।

★ **২৫শে মুহররম:** উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ বিনতে আবী উমাইয়্যাহ (رضي الله عنها) (কুরাইশ গোত্র) ২৫শে মুহররম জুমু'আর দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ২৫শে মুহররম ৯৪ হিজরী সোমবার দিনে বিষক্রিয়ায় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৪৬ বছর ৫ মাস ২০ দিন ছিলেন। উনার মাযার শরীফ জান্নাতুল বাক্বীতে।

✪ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া ফ্যাশন ও এশিয়া গার্মেন্টস

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী ও ছেলেদের সকল প্রকার তৈরি পোশাক পাওয়া যায়।

প্রো: মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৯৬-৮৮৩৭০১, ০১৭৭৫-৭৩৮৭৫১

দোকান নং-১,২ এবং দোকান নং-৯, ১০, তালুকদার নিট মার্কেট, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের যাবতীয় তথ্য, ওয়াজ,কাসিদা, জুম'আর বয়ান, কিতাব পেতে এবং লাইভ ওয়াজ শুনতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন:

www.hoquerdawat.com

সূরা কাহাফের ১৭ ও ২৮ নং আয়াত শরীফের ভিত্তিতে হক্বানী আলেম ও অলী বানানোর নিয়তে বাইয়াত ও ভর্তি হোন, হক্বানী অলী ও আলেম বানানোর উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।
বাণীতে: মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

নফল নামায পর্ব
সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায

রবিবার দিনের নামায

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّ يَوْمَ الْاَحَدِ اَرْبَعَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاٰمَنَ الرَّسُوْلُ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِعَدَدَ كُلِّ نَصْرَانِىٍّ وَ نَصْرَانِيَّةٍ حَسَنَاتٍ وَاَعْطَاهَا ثَوَابَ نَبِيٍّ وَ كَتَبَ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ اَلْفَ صَلٰوةٍ

-

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি রবিবারে চার রাকাত নামায এভাবে পড়বে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও আমানার রাসূলু...(সূরা বাকারার শেষের আয়াত) পড়বে আল্লাহ পাক তার জন্য দুনিয়ার সকল নারী পুরুষের সমান নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সে একজন পয়গম্বরের ন্যায় পূণ্যবান হবে। তার জন্য হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতি রাকাতের বিনিময়ে তার জন্য এক হাজার রাকাতের ছওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন-২৭৫ পৃষ্ঠা)**

রবিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত

হযরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা রবিবার দিন রোমদের (খ্রিষ্টানদের) বিরোধীতা করো। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ﷺ) আমরা রোমদের সাথে কোনো বিষয়ে/কেন বিরোধীতা করব? তখন নবীজি পাক (ﷺ) বললেন, যখন রবিবার আসে তখন তারা তাদের গির্জায় প্রবেশ করে মূর্তির ইবাদত করে আর আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। সুতরাং (তোমরা এদের জবাবে আমার উপর বেশি বেশি করে দরূদ শরীফ পড়।) এছাড়া তোমাদের (সাহাবীদের/উম্মতে মুহাম্মাদীর) যে কেউ/যারা সকালের নামায আদায়ের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসাবস্থায় আল্লাহর

তাসবীহ/যিকির করে এরপর দু'রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার/তাদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দিবেন। অতঃপর আমার উপর সাত (৭) বার দরূদ শরীফ পড়লো এবং তার পিতা-মাতার জন্য, নিজের জন্য, সকল মু'মিনদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থণা করলো এবং আমার উপরে দরূদ শরীফ পড়লো, আল্লাহ পাক তার দু'আ-দরূদ কবুল করে সকলের গুনাহ মাফ করে দিবেন। অতঃপর যে বলবে- 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না আদামু সফওয়াতুল্লাহি, ওয়া ইবরাহীমু খলীলুল্লাহ, ওয়া মুসা কালীমুল্লাহ, ওয়া ঈসা রুহুল্লাহি ওয়া মুহাম্মাদান মুহাম্মাদুল্লাহি ﷺ ।' এ দরূদটি পড়লে আল্লাহর উপর এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এ ব্যক্তিকে জান্নাতে নবীদের সাথে স্থান দেন। **(আল-কওলুল বদী-১৯১ পৃষ্ঠা)**

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কদম মুবারকে অসুস্থতা থেকে সুস্থতার জন্য খাছ দোয়ার আরজী।
দোয়া কামনায়:
মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান সিদ্দীকী
(হিফজ বিভাগ)
ছাত্র, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, বারোপুর, বগুড়া শহর।

ফতওয়া বিভাগ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে কদমবুচী বা পদচুম্বন করার সনদসহ দলীল

প্রথমেই কদমবুচী শব্দের অর্থ স্পষ্ট করা প্রয়োজন। 'কদম' অর্থ পদ বা পা; বুছি যা ফার্সী শব্দ এবং এর অর্থ 'চুম্বন'। তাই কদমবুচীর অর্থ হল 'পদচুম্বন করা'। ইসলামী শরীয়তে কদমবুচী একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা নবীজি পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (﵃) উনাদের আমল এবং ছাল্‌ফে-ছালেহীনের আমল থেকে সুন্নত প্রমাণিত। আজ পর্যন্ত সূফী-সাধক, হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও সুন্নী মু'মীন-মুসলমানের কাছে এরূপ শরীয়ত সম্মত কদমবুচী প্রচলিত আছে। বড়দের ও কোনো পবিত্র জিনিসের প্রতি সম্মান বা আদব প্রদর্শন ইসলামী শিষ্টাচারের মূল ভিত্তিগুলোর একটি। তাই শরীয়ত সম্মতভাবে বড়দের সম্মান প্রদর্শনার্থে কদমবুচী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমল। যেহেতু বিষয়টি নবীজি পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (﵃) থেকে সহীহ্ হাদীস থেকে ও নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমাণিত আছে, সেহেতু এ আমলের বিরুদ্ধে কথা বলা মূলত নবীজি পাক (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (﵃) উনাদের বিরুদ্ধে কথা বলারই নামান্তর, যা প্রকাশ্য কুফুরী। নিচে কদমবুচী সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক আলোচনা তুলে ধরা হল:- পবিত্র হাদীস শরীফে আছে,

হাদীস নং: ০১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ، حَدَّثَنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ جَدِّهَا، زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ زَارِعٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَهُ،

অর্থ : হযরত জারেইন (﵁) থেকে বর্ণিত, তিনি বনী কায়েছ গোত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বলেন: যখন আমরা মদিনায় আগমন করলাম, দ্রুতগতিতে ছাওয়ারী থেকে নামলাম। তিনি বলেন অত:পর আমরা হুজুর পাক (ﷺ) উনার হাত মোবারকে চুম্বন করলাম ও উনার কদম মোবারকে চুম্বন করলাম।"

দলীলসমূহ: (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ৫২২৫; ইমাম বায়হাক্বীঃ আল-আদাব, হাদীস নং ২২৬; বায়হাক্বীঃ শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৫৬০। ইমাম বাগভীঃ শরহে সুন্নাহ, ১২তম খন্ড ২৯২ পৃঃ ইমাম বায়হাক্বীঃ সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ১৩৫৮৭; ইমাম আসকালানি ফাতহুল বারী শরহে বুখারীঃ ৮ম খন্ড, ৮৫ পৃঃ; ইমাম মোল্লা আলীঃ মিরকাত শরহে মিশকাত, হাদীস নং ৪৬৮৮: ইমামে আহলে হাদীস মুবারকপুরীঃ তুহফাতুল আহওয়াজী, ৭ম খন্ড, ৪৩৭৩ শরহে তাবী, ৪৬৮৮; ইমাম আসকালানীঃ তালখিসুল হাবিব, ২১৮১: মেসকাত শরীফ, হাদীস নং ৪৬৮৮। শরফুল মোস্তফা,

৪র্থ খন্ড, ৫৪৯ পৃঃ ইমাম বায়হাক্বীঃ দালায়েলুন্নবুয়াতঃ ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃঃ; ইমাম ইবনে ছালেহীঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬৭ পৃঃ, জামেউল উসুল, হাদীস নং ৯৩২৫, ইমাম যায়লায়ীঃ নাছবুর রায়াঃ ৪র্থ খন্ড, ২৫৮ পৃঃ, ইমাম নববীঃ আল আযকার, হাদীস নং ৭৫১ সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)।

এই হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে শারিহে বুখারী ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন-

فتح الباري ١١/٥٧ جيد

ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১/৫৭, সনদ 'জায়্যেদ' তথা অতি-উত্তম।" (রওদ্বাতুল মোহাদ্দেছীন, হাদীস নং ২৪৮০; ইমাম আসকালানীঃ ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ: ৬২৬৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যায়)

অতএব, সহীহ্ সনদের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলে পাক (ﷺ) উনার পবিত্র হস্ত মুবারক ও পদ মুবারক চুম্বন করতেন। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনার কদমবুচী করতেন। সুতরাং, কদমবুচী শরীয়তে ভিত্তিহীন কোনো বিষয় নয় বরং ইহা একটি সুন্নত তথা ১০০ শহীদের মর্যাদাপূর্ণ। আমল যা মাশহুর পর্যায়ের সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীসে আছে

হাদীস নং: ০২

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ

অর্থ : হযরত ছাফওয়ান ইবনে আছ্ছাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয় একদল ইয়াহুদী নবীজি পাক (ﷺ) উনার হাত মোবারক ও কদম মোবারকে চুম্বন করেছেন।" সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে ইহুদীরা পর্যন্ত নবীজি পাক (ﷺ) উনার কদমবুচী করেছে। কাজেই যারা কদমবুচীর বিরুদ্ধে ফতওয়া দেয় এরা ইহুদীর চেয়ে জঘন্য আক্বিদার মানুষ।

দলীলসমূহ: (ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ: আল-আদাব, হাদীস নং ৩; তিরমিজি শরীফ, হাদীস নং ২৭৩৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৭৮; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮০৯২; ইমাম নাসাঈঃ সুনানে কুবরা, হাদীস নং ৩৫২৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭০৫: মুহান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৬২০৭: ইমাম যায়লায়ীঃ নাছবুর রায়া, ৪র্থ খন্ড ২৫৮ পৃঃ; শরহে বুখারী ইমাম আসকালানীঃ আদ্ দেরায়াঃ ২য় খন্ড, ২৩৯ পৃঃ; মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস নং ২০; জামেউল উছুল, হাদীস নং ৮৯২৯ঃ ইমাম আসকালানীঃ তালখিছুল হাবিব, ৪র্থ খন্ড, ১৭৩ পৃঃ; ইমাম নববীঃ আল-আজকার, হাদীস নং ৭৫৭; ইমাম নববীঃ রিয়াদুস ছালেহীন, হাদীস নং ৮৮৯ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)।

হাদীস নং: ০৩

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে একটি রেওয়াত উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَازِعِ، عَنْ جَدِّهَا، أَنَّ جَدَّهَا الزَّارِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا فَقِيلَ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا

অর্থ : "হযরত জারি ইবনে আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা নবীজি পাক (ﷺ) উনার কাছে আগমন করলাম, কেউ একজন বললেনঃ এই যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!! অতঃপর আমরা নবীজি পাক (ﷺ) উনার মোবারক হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরে চুমু খেলাম।" **(ইমাম বুখারীঃ আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৯৭৫)**

হাদীস নং: ০৪

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ

অর্থ : হযরত ছুহাইব (رضي الله عنه) বলেন: নিশ্চয় আমি হযরত আলী (رضي الله عنه) উনাকে হযরত আব্বাস (رضي الله عنه) উনার হস্ত ও পদ চুম্বন করতে দেখেছি।" দলীল: *(ইমাম বুখারী: আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৯৭৬; ইমাম ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক: ২৬তম খন্ড, ৩৭৬ পৃঃ; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, ১৩তম খন্ড, ২৪০ পৃঃ; ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, ২য় খন্ড, ২০২ পৃঃ; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামী নুবালা, ৩য় খন্ড, ৪০০ পৃঃ; লা-মাযহাবীদের মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, শরহে তিরমিযী ৭ম খন্ড, ৪৩৭ পৃঃ; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৭৩৩০; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদীস, হাদীস নং ৩৩৪১২ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)*

হাদীস নং: ০৫

عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَسَّالَ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلاَ تَسْحَرُوا، وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلٰى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَعَلَيْكُمُ الْيَهُودَ خَاصَّةً أَلَّا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থ : হযরত ছাফওয়ান ইবনে আছছাল (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় দুইজন ইহুদী তারা একে অপরকে বলল: আমরা নবীজি পাক (ﷺ) উনার কাছে যাবো ও কিছু জিজ্ঞাসা করবো। অতঃপর জিজ্ঞাসিত লোকটি বলল, আমি নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে কিছুই বলবো না, অতঃপর তারা নবীজি পাক (ﷺ) উনার কাছে আসলেন। নবীজি পাক (ﷺ) বললেন, তোমাদের ইহুদীরা শনিবারে মাছ শিকার করবেনা। অতঃপর তারা রাসূল (ﷺ) উনার হস্ত ও পদ মুবারক চুম্বন করলেন এবং বললেন: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্ পাক উনার নবী। অর্থাৎ ইহুদী মুসলিম হলেন। "এই হাদীস হাসান-সহীহ্"

(দলীলসমূহ: তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩১৪৪; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদীস নং ১২৬০; মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৮০৯২; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদীস নং ১৬৬৭৩; তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, ৩য় খন্ড, ২১৫ পৃঃ; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৪০৭৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদীস নং ৩৫৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭০৫; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর: হাদীস নং ৭৩৯৬; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২৬২০৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২০; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন নবুয়াত: ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৯ পৃঃ; হাফিজ ইবনে কাছির: মুজিজাতুন্নবী: ১ম খন্ড, ২১৯ পৃঃ; ইমতাউল আসমা, ১৪তম খন্ড, ৮২ পৃঃ; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ৪০৩ পৃঃ; ছিরাতে হালভিয়া, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃঃ সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের দৃষ্টিতে কদমবুচী

যাদের লেখা হাদীসের কিতাব পড়ে সর্ব শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম আলিম হয়েছেন এবং হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম কর্ণধার স্বয়ং ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি আলাইহি উনাদের কদমবুচী সম্পর্কে আমল লক্ষ্য করুন:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ الْقَصَّارُ: رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: دَعْنِيْ أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الْأُسْتَاذِينَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ.

অর্থ : আহমদ ইবনে হাম্দন কাচ্ছারু (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি ইমাম মুসলীম ইবনে হাজ্জাজ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কে ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার প্রতি বলতে শুনেছি যে- ওহে সাইয়্যিদুল মোহাদ্দেছীন, সকল উস্তাদের উস্তাদ, ইলালে হাদীসের পবিত্র ব্যক্তি!!! আমাকে আপনার পদচুম্বন

করার জন্য অনুমতি দান করুন।" *(ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম: ১৯তম খন্ড ২৪৭ পৃ., হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ১১তম খন্ড ৩২ পৃ., তারিখে বাগদাদ: ২০তম খন্ড ১৬৭ পৃ., ইমাম নববী: তাহজিবে আসমা ওয়াল লুগাত: ১ম খন্ড ৭০ পৃ., ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামী নুবালা ১০ম খন্ড ১০২ পৃ.)*
(ওহে নিম মোল্লা খারেজী-ওহাবী ভাইয়েরা !!! বর্ণনাটি ভালো করে লক্ষ্য করুন! ইমাম মুসলীম (رحمة الله عليه) ইমাম বুখারী (رحمة الله عليه) উনার কদমবুচী করেছেন। সুতরাং আমিরুল মোহাদ্দেছীন ফিল হাদীস হযরত ইমাম বুখারী (رحمة الله عليه) ও ইমাম মুসলীম (رحمة الله عليه) উভয়ই কদমবুচীর পক্ষে ছিলেন। কদমবুচী যদি শরীয়তে না থাকতো তাহলে ইমাম মুসলীম (رحمة الله عليه) তা অনুমতি প্রার্থনা করতেন না।) আর কদমবুচী যদি শেরেক হয় তাহলে তোমাদের ভাষায় বুখারী, মুসলিম থেকে দলীল দেওয়ার যোগ্যতা তোমাদের থাকবেনা তথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যা আমাদের নিকটে মওজুদ রয়েছে চোর ধরা পড়বে।

কদমবুচী ব্যাপারে দেওবন্দী, কওমী মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহীর ফতওয়া:

প্রখ্যাত দেওবন্দী আলিম, **মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী** সাহেব তদীয় ফতওয়ার কিতাবে বলেন,
"আপনে দুনু হাতমে জারিয়া কদমবাছী কারনা ইয়ে কিয়াত হায়, বারনিকী আপনে দুনু হুটুকে জরিয়া কাদমবুছী কারনা ইয়ে সুন্নাতে ছাবিতছে, য়েছাকি আবু দাউদ শরিফমে আয়া ফাকাব্বালা ইয়াদ্বান্নাবী (ﷺ) ও রিজলাহু"।
-"দুই হাত দ্বারা কদমবুচী ও দুই ঠোঁট দ্বারা কদমবুচী করা সুন্নাত, যেমনটি আবু দাউদ শরীফে এসেছে: আল্লাহ্ পাক উনার নবী (ﷺ) উনার হাত ও পা মোবারকে চুম্বন করলেন।" **(ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, ৫৪ পৃ.)**
উল্লেখ্য যে, বর্তমান 'ফতওয়ায়ে রশিদিয়া' এর নতুন ছাপা থেকে উক্ত এবারত তুলে দিয়ে ভিন্নভাবে লিখেছে, কিন্তু পুরাতন ছাপার মধ্যে 'এই এবারত' উল্লেখ রয়েছে। যা আমাদের নিকটে রয়েছে। তাই ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত দ্বারা জানা যায়, নেক নিয়তে কদমবুচী করা শুধু জায়েযই নয় বরং সুন্নাত।

এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে সহীহ্ নিয়ত। এরূপ আমল স্বয়ং রাসূল পাক (ﷺ) ও সাহাবী (رضي الله عنه) থেকে অনুমোদিত এবং ছালফে ছালেহীনের আমল ও সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত। তাই কদমবুচীর সমালোচনা করার পূর্বে রাসূলে পাক (ﷺ) উনার আমল, সাহাবায়ে কেরাম ও ছালফে-ছালেহীনের আমলের দিকে লক্ষ্য রেখেই কথা বলা উচিৎ।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তি : কদমবুচী করার সময় মাথা নত হয়ে যায়, যা সেজদার মত। আর আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা শিরিক ও হারাম।
জবাব : মাথা নত করলেই সেজদা হয়না। যদি মাথা নত করলেই সেজদা হয়ে যেতো তাহলে তো নামাজের মধ্যে এত কষ্ট করে দুই হাঁত, দুই পা, নাক ও কপাল, দুই হাটু ইত্যাদি জমীনে লাগিয়ে সেজদা দেওয়া প্রয়োজন ছিলনা, বরং সমান্য একটু মাথা নত করলেই হতো। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সেজদার জন্য কমপক্ষে ৭-৮টি অঙ্গ জমীনে লাগা প্রয়োজন। যেমন সহীহ্ হাদীস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবীজি পাক (رضي الله عنه) সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছেন। সাতটি অঙ্গ হলো: চেহারা, দুই হাত, দুই হাটু ও দুই পা। *(সহীহ্ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদীস/৭৭২; সহীহ্ মুসলিম)।*
সুতরাং এই সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সেজদা করলে সেজদা পরিপূর্ণ হবে, নচেৎ পরিপূর্ণ হবেনা। কারণ ইচ্ছা করে এই ৭টি অঙ্গের যে কোনো একটি ভঙ্গ হলে সিজদার ৭টি শর্তের একটি শর্ত ভঙ্গ হয়ে যাবে, ফলে সিজদা শুদ্ধ হবেনা।

হ্যাঁ, এখন জানতে হবে মাথা নত হলে সমস্যা হবে কিনা। আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক কাজেই মাথা নত করে থাকি। যেমন প্রচন্ড ভিড়ের মাঝে পকেট থেকে টাকা পড়ে গেলে সেই টাকা মাথা নত করেই উঠাই। ঘরের দরজার শিকল যদি নিচের দিকে থাকে তাহলে মাথা নিচের দিকে নিয়েই শিকল খুলি। মাঠের ফসল কাটার সময় মাথা নত করেই ফসল কাটি। এমনকি স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নামাজের সময় আমাদের মাথা মাটিতে জায়নামাজে, টাইলসে নত হয়, ওয়ালের দিকে অথবা অন্যান্য মুছল্লীগণের পিছনে নত হয়, তাই বলে কি আমরা ইট-পাথরের ওয়াল অথবা স্ত্রী সহবাসে মাথা নত হয় ঐ সামনে থাকা মানুষকে কি সেজদা করি? অবশ্যই না। বরং মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই মাথা নত করি। তাহলে এতসব কিছুর মাঝে আমরা কিসের মাধ্যমে পার্থক্য করব যে, আমরা আল্লাহ্ পাক উনার কাছে মাথা নত করি, নাকি আল্লাহ্ পাক উনার সৃষ্টি তথা গায়রুল্লাহর কাছে সেজদা দেই? নাউযুবিল্লাহ্!

এর জবাব খুবই সহজ ও অনুমেয়। কারণ সহীহ্ হাদীস শরীফে আল্লাহ্ পাক উনার রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : "নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। **(সহীহ্ বুখারী, হা/১)**।

যদি কোন মানুষ কিংবা গাইরুল্লাহকে আল্লাহর মত মনে করে মাথা নত করা হয় তাহলে অবশ্যই শিরক হবে। আর যদি ইলিম, ভদ্রতা, পরহেযগারী ইত্যাদি দেখে কদমবুচী করার সময় মাথা নত হয় তাহলে অবশ্যই শিরিক হবেনা। কারণ এখানে নিয়ত হল কদমবুচী করার, কারো কাছে সেজদা দেয়া নয়। স্বয়ং নবীজি পাক (ﷺ) কদমবুচীকে সমর্থন করেছেন এবং নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنه) ও হক্বানী অলীগণকে তাদের মুরিদগণ যুগে যুগে কদমবুচী করেছেন। তাই এর বিধোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সকল মানুষের মুক্তির ও নাজাতের মডেল হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (ﷺ)। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ মুবারক করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "তোমাদের জন্য রাসূল (ﷺ) উনার মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" **(সূরা আহযাব: ২১)**

অতএব, নবীজি পাক (ﷺ) উনার পবিত্র আদর্শের মধ্যে কদমবুচী রয়েছে, তাই আমরা উনার উম্মত হিসেবে কদমবুচীর আমল করবো এটাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ। যার বিরোধীতা নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে অস্বীকার করা যা পরিষ্কার কুফুরী।

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে

مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে, সে ব্যতীত। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে। *(সহীহ্ বুখারী শরীফ-৭২৮০ নং হাদীস, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৮৩)*

যারা আল্লাহর রসূলের সহীহ্ হাদীসকে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রে কারো স্বকল্পিত রায় কিয়াসের অনুসরণ করে তারা আল্লাহ্ পাক উনার রাসূলের অবাধ্য"

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনি আমর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল পাক ﷺ বলেন আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (আমল আক্বিদার দিক থেকে) ৭২ দল (নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমার স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও) জাহান্নামী হবে, এক দল জান্নাতী হবে। সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম উনাদের মত, পথ ও আমল আক্বিদা এবং ব্যাখ্যার সাথে যাদের মত, পথ আমল আক্বিদা ও ব্যাখ্যা মিলে যাবে তারাই জান্নাতী দল। *(মিশকাত ৩০ পৃ. ১৭১ নং হাদীস, আবু দাউদ ৪৫৯৭ নং ও তিরমিযী-২৬৪১ নং হাদীস শরীফ সহ প্রায় ১০৫টি হাদীস শরীফের কিতাব)।*

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ۔ يَأْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ ۔رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কায্যাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনো দিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ মুমিনেরা কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে পারবে না, এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"।- (মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত সহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-১১৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

◈ প্রশ্ন : ১০ই মুহররম বা আশুরার রোযা রাখার সঠিক সুন্নাত পদ্ধতি কী? একটি নাকি দুটি রোযা রাখতে হবে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন)

উত্তর: আশুরার (১০ই মুহররম) রোযা রাখা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, যা বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। তবে এই রোযা রাখার সুন্নাত পদ্ধতি হলো-১০ই মুহররমের সাথে মিলিয়ে তার আগে বা পরে আরও একটি রোযা রাখা। অর্থাৎ ৯ ও ১০ই মুহররম, অথবা ১০ ও ১১ই মুহররম দুটি রোযা রাখা।

কারণ, ইহুদিরাও কেবল ১০ই মুহররম তারিখে একটি রোযা রাখতো। তাদের সাথে যেন মুসলমানদের আমলের সাদৃশ্য না হয়, সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই (১০ তারিখের সাথে) নবম দিনেও রোযা রাখব।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং: ১১৩৪)

সুতরাং, কেবল ১০ তারিখে একটিমাত্র রোযা না রেখে ৯, ১০ মুহররম অথবা ১০, ১১ মুহররম রোযা রাখতে হবে।

◈ প্রশ্ন: আশুরার দিন ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه)-উনার শাহাদতের স্মরণে 'হায় হোসেন' বলে বুক চাপড়ানো, তাজিয়া মিছিল বা শোক পালন করার বিধান কী?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান)

উত্তর : ৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম কারবালার প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (رضي الله عنه) ও তাঁর পরিবারের নির্মম শাহাদত মুসলিম

ইতিহাসের এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। কিন্তু তাঁর এই শাহাদতকে কেন্দ্র করে শিয়াদের মতো কালো পোশাক পরা, 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক-পিঠ চাপড়ে রক্ত বের করা বা তাজিয়া মিছিল বের করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা ও শরীয়ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম ও বিদআত।

ইসলামে কোনো মানুষের মৃত্যুতেই তিন দিনের বেশি (স্ত্রীর জন্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন ছাড়া) শোক পালন করার অনুমতি নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহেলী যুগের মতো মাতম করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেছেন:

“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (বিপদে পড়ে) গালে চড় মারে, জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে মাতম করে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১২৯৪)

◈ প্রশ্ন: অনেকে মনে করেন মুহররম মাসটি 'অশুভ বা অমঙ্গলজনক', তাই এই মাসে বিয়ে-শাদি বা নতুন ব্যবসা শুরু করা যাবে না। এর বিধান কি?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান)

উত্তর: এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কুসংস্কার এবং জাহেলী যুগের বিশ্বাসের শামিল। ইসলামে কোনো দিন, ক্ষণ, মাস বা বছরকে 'অশুভ' বা 'অপয়া' মনে করার কোনো সুযোগ নেই। লাভ-ক্ষতি, ভালো-মন্দ সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাক।

কারবালার দুঃখজনক ঘটনা ১০ই মুহররম ঘটেছিল বলেই এই মাস অশুভ হয়ে যায়নি। বরং “ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালা কি বা'দ” অর্থাৎ কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইন (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) উনার শাহাদতবরণের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের ইসলাম জিন্দা তথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক বড় বড় নবী-রাসূলগণের বিজয়ও এই দিনে হয়েছে।

মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদীতে কোন ক্ষতি বা অশুভ লক্ষণ নেই। বরং শিয়া রাফেযীরা এই মাসে হুসাইন (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)-উনার শাহাদত উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে বিবাহ-শাদী হারাম বা অপছন্দনীয় ঘোষণা করেছে। এটা সুস্পষ্ট অপসংস্কৃতি এবং সুন্নাহ বিরোধী ধারণা। যেমন জাহেলী যুগে শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী করাকে অশুভ মনে করা হ'ত। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা এই ধারণাকে খন্ডন করেছেন এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং এ মাসেই আমার সাথে বাসর করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে? (মুসলিম হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩১৪২; আল-বিদায়াহ ৩/২৫৩)।

অতএব, মুহররম মাসে বিয়ে করা, নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ করা বা ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার মধ্যে শরীয়তে কোনো বাঁধা বা অমঙ্গল নেই। এগুলো সাধারণ মানুষের তৈরি করা মনগড়া নিয়ম মাত্র।

◈ প্রশ্ন: কুরআন তেলাওয়াত করলে যেমন ছওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি কেউ যদি মনোযোগ সহকারে কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করে একই ছওয়াব পাবে কি?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আনসারী)

উত্তর: পবিত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মতই তেলাওয়াত শ্রবণে দশ গুণ বা ততোধিক ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশা-আল্লাহ্। তবে এটি নির্ভর করবে শ্রবণকারীর মনোযোগের উপর (তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭;)। সেজন্য আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআন শরীফ মনোযোগ সহকারে শুনার আদেশ করেছেন। মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: 'যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়' (পবিত্র সূরা আ'রাফ ২০৪ নং আয়াত শরীফ)।

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে এর বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে' (আনআ'ম ১৬০ নং আয়াত শরীফ)। রাসূল (ﷺ) ইবনু মাসঊদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, উবাই ইবনু কা'ব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, আবু মূসা আশআ'রী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সহ অন্যান্য সাহাবীদের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত

শুনতেন। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ উনারাও একত্রিত হলে একে অপরের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন (ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফতওয়া ১১/৬২৬; তাফসীরুস সা'দী ১/৩১৪)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়..' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯/১৯৫৯)।

◈ প্রশ্নঃ রাতে কাজ শেষ করতে করতে ১২টা কখনো ১টা পার হয়ে যায়। এসময় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা যাবে কি?

(প্রশ্নকারীঃ মুহাম্মাদ মোস্তাকিম মন্ডল)

উত্তরঃ জ্বি অবশ্যই আদায় করা যাবে। তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের মুস্তাহাব সময় হলো রাতের শেষাংশ (আবু দাউদ হা/১২৭৭, সনদ ছহীহ্)। কারণ এসময় আল্লাহ তাআ'লা বান্দাদের আহ্বান শোনার জন্য প্রথম আকাশে রহমতে খাছ নাযিল করেন (বুখারী হা/১১৪৫)। তবে কেউ মধ্যরাতে আদায় করতে চাইলে আদায় করা যাবে। বরং যারা রাতে জাগ্রত হ'তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে তাদের জন্য প্রথম বা মধ্যরাতেই আদায় করা উত্তম (তাবারানী কাবীর হা/৬৭৯; শরহে রিয়াদুছ ছালেহীন ২/২১২)।
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত নামায ও রোযার আজীবন ক্যালেন্ডারটি ফলো করতে পারেন। এই ক্যালেন্ডারটিতে ৫ ওয়াক্ত ফরজ এবং ৫ ওয়াক্ত নফল নামাজ, ইফতার ও সাহরীর সময় কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় সবকিছু জানতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

**আলহামদুলিল্লাহ্
আমাদের হক্বের দা'ওয়াত
সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে
সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল
দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি
টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।**

ঘটনা পর্ব :

জীবন পরিবর্তনের সুন্দর একটি ঘটনা- সুদের ব্যবসায়ী হলেন হক্বানী অলী (১ম পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী

মহান আল্লাহ পাক উনার ওলী হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) প্রথম জীবনে একজন সুদখোর ছিলেন। উনার অনেক টাকা-পয়সা ছিল। তিনি সমস্ত টাকা পয়সা সুদে খাটাতেন। প্রতিদিন দেনাদারদের থেকে তিনি কিছু না কিছু সুদ আদায় করতেন, যা দ্বারা উনার প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হতো। অর্থাৎ উনার শরীরের রক্ত-গোশত সুদের হারাম পয়সা দ্বারা পয়দা হয়েছে।

একদিন হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বাড়িতে এসে দেখলেন ঘরে কোন খাবার নেই। তখন তিনি দেনাদারদের বাড়িতে গেলেন সুদ আদায় করতে। এক বাড়ি থেকে একটি খাসির মাথা ও অন্য বাড়ি থেকে আটা, লাকড়ি ইত্যাদি নিয়ে আসলেন। উনার আহলিয়াকে রান্না করতে বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন। রান্না-বান্না শেষ হওয়ার পর যখন উনারা খেতে বসলেন, তখন এক ভিক্ষুক এসে খাবার চাইলো। হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বললেন, 'আমার বাড়িতে যা খাবার আছে তা তোমাকে দিয়ে দিলে, আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তুমি অন্য বাড়িতে গিয়ে খাবার চাও।' ভিক্ষুক চলে গেলো। এদিকে হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার আহলিয়া বাটিতে তরকারী ঢালতে গিয়ে দেখলেন যে, সব গোশত ও সুরা রক্তে পরিনত হয়েছে। এটা দেখে তিনি খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনাকে ডেকে দেখালেন। হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ফিকির করলেন, 'অনেক হারাম খাওয়া হয়েছে, এবার তওবা করার সময় হয়ে গিয়েছে।'

তিনি নিয়ত করলেন আজ থেকে তিনি আর সুদের পয়সা খাবেন না, শুধু মূল টাকা ফেরত নিবেন। তারপরে তিনি মূল টাকা আদায় করার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে কিছু শিশু শ্রেণির

ছেলেরা ছুটাছুটি করছিল। হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) যখন তাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন শিশু ছেলেরা বললো, 'তোমরা সরে যাও! সুদখোর হাবীব আযমী আসছে। যদি তার পায়ের ধূলা তোমাদের গায়ে লাগে তবে তোমাদের শরীর নাপাক হয়ে যাবে।' একথা শুনে হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তিনি চিন্তা করলেন, 'আমি এত নিকৃষ্ট হয়ে গেছি যে, আমার পায়ের ধূলা লাগলেও মানুষ নাপাক হয়ে যাবে!' তিনি ঐ মুহূর্তে নিয়ত করলেন, এখন থেকে তিনি সুদের টাকা তো খাবেনই না বরং মূল টাকাও আর ফেরত নিবেন না।

তিনি উনার রাস্তা পরিবর্তন করে ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত ত্বরীকত হযরত ইমাম হাসান বছরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার দরবার শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে খালিছ তওবা করে হযরত ইমাম হাসান বছরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) উনার কাছে বাইয়াত হলেন। তারপরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। পথে আবার সেই শিশু ছেলেগুলোর সাথে দেখা হলো। তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বাচ্চা ছেলেগুলো বললো, 'সবাই সরে যাও! তাওবাকারী হাবীব আযমী আল্লাহর ওলী আসছেন। যদি তোমাদের পায়ের ধূলা উনার শরীরে লাগে, তবে তোমাদের গুনাহ হবে।' সুবহানাল্লাহ! এটা শুনে হযরত হাবীব আযমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) চিন্তা করলেন, 'আয় আল্লাহ পাক! আপনি কত মহান! সারাজীবন হারাম খেলাম, শরীরের রক্ত গোশত সব হারাম দ্বারা তৈরি হলো। তারপরও মাত্র একবার তওবা করার পর সমস্ত কিছু মাফ হয়ে গেলো, সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ আগেও ছেলেগুলো বলছিল, আমার পায়ের ধূলা তাদের শরীরে লাগলে তাদের শরীর নাপাক হয়ে যাবে। আর এখন তারা বলছে যদি তাদের পায়ের ধূলা আমার শরীরে লাগে তবে তাদেরই গুনাহ হবে।' সুবহানাল্লাহ!

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ১৪৩ পৃ.)

মুর্শিদী কদম মুবারকে আজীবন স্ব-পরিবারে ইস্তেকামত যেন থাকতে পারি-আমীন।
মুহাম্মাদ হাফেজ আব্দুস সালাম সিদ্দীকী।

মহব্বত করে পিতার হক্ব আদায় করলে কেমন মর্যাদা পাওয়া যায় (১ম পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ আতিক হাসান সিদ্দীকী

বনী ইসরাঈলের এক লোক নেককার পরহেযগার হিসেবে খুব মশহুর ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কারনে ঋণগ্রস্থ হয়ে যান। উনার মাত্র একটা ছেলে ছিল ছেলেটাও ছিল আল্লাহওয়ালা। এই ছেলেটা ছাড়া তার কোন আল আওলাদ ছিল না। তখন উনার বয়সও অনেক হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুর সময় প্রায় নিকটবর্তী সেই নেককার ব্যক্তি তখন উনার সন্তানকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাবা আমার তো অনেক সম্পদ রয়েছে সত্যিই, তবে ঋণও অনেক রয়েছে। তুমি যেহেতু আমার ছেলে, আমি তোমাকে দুটি বিষয়ে শপথ করিয়ে যাচ্ছি। তুমি এগুলো স্মরণ রাখবে। প্রথমত, তুমি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সত্য-মিথ্যা যেটাই হোক না কেন কখনোই কসম করবে না।

আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু তুমি ছাড়া আমার আর কোনো আওলাদ নেই। আমার যে পরিমান সম্পত্তি রয়েছে তা তুমি বসে খেলেও খেতে পারবে কিন্তু আমার অনেক ঋণও রয়েছে। আমার ঋণ পরিশোধ করতে গেলে হয়তো এত সম্পদ নাও থাকতে পারে। তুমি আমার পক্ষ থেকে আমার সন্তান হিসেবে আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দিও। হয়তো তোমার অসুবিধা হবে কিন্তু আমি তোমার জন্য দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ পাক তিনি তোমাকে হিফাযত করেন এবং ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি দান করেন।' তখন সে সন্তান রাজী হলো। এদিকে তার পিতা ইন্তেকাল করলেন। সারা এলাকার লোক জেনে গেলো যে, সেই লোক ইন্তেকাল করেছেন। উনার ঋণের জিম্মাদার হয়েছেন উনার সন্তান। তখন পর্যায়ক্রমে লোক আসতে লাগলো। সে ঋণ পরিশোধ করতে লাগলো। তার যা সম্পত্তি ছিল ধন-দৌলত টাকা পয়সা সব দেয়া হয়ে গেলো, জায়গা-জমি বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধ করলো। শেষ পর্যন্ত, যে বাড়িতে সে বসবাস করতো সেটাও বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধ করতে হলো। এ বাড়িটা ছাড়া বসবাস করার মতো তার আর

কোন জায়গা সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। কাজকর্ম করে খাওয়ার মতো তার তেমন কোনো যোগ্যতাও ছিল না।

সে মনে মনে চিন্তা করলো তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে সন্তান রয়েছে। তাদের নিয়ে সে এখন কি করবে? পরিশ্রম করেনি কোনো সময়, কোনো কাজ সে জানে না, সে কি করে এখন কাজ করবে! সে তখন তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো যে, আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাই, যেখানে আমাদেরকে কেউ চিনবে না। সেখানে গিয়ে আমরা যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারবো। এখানে কোনো কাজ করতে গেলে মানুষ হয়তো অনেক কিছু মনে করবে, নানান কিছু বলবে। সে তার স্ত্রীকে বললো, আমার পিতাকে মানুষ খারাপ বলবে, সন্তানকে তিনি রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি নানান অশ্লীল, অশালীন কথা-বার্তা বলবে। সেটা আমার পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমি এখান থেকে চলে যাবো। সে পিতার সম্মানের খাতিরে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা করলো। তারপর একদিন অনেক দূরে চলে যাওয়ার জন্য পরিবারের সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হলো। তারা কিছুদূর যাওয়ার পর একটা নদী পড়লো। বড় এক নদী। তারা নৌকায় চড়লো। নৌকায় চড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর মধ্য নদীতে হঠাৎ তাদের পরীক্ষা করার জন্য তুফান শুরু হলো। তখন ছিল রাত্রিবেলা, তুফান সমস্ত নৌকা ছিন্নভিন্ন করে দিলো, তছনছ করে দিলো। তারা কোথায় কে চলে গেলো কোনো চিহ্ন রইলো না। প্রত্যেকেই জুদা হয়ে গেলো। কারো খবর কারো কাছে পৌঁছাল না যে, কোথায় কে অবস্থান করছে!

সেই লোকটার যখন হুঁশ ফিরে আসলো; সে নিরিবিলি এক নদীর পাড়ে জঙ্গলের পাশে নিজেকে আবিষ্কার করলো। এমতাবস্থায় সে মহান আল্লাহ কে ডাকতে লাগলো তারপর তার মনে একটা চিন্তা আসলো, এখন সে কি করবে? নির্জন জায়গা, লোকজন নেই, ভয়ও করছে! স্মরণ হলো তার স্ত্রীর কথা, তার ছেলেদের কথা। কিন্তু স্মরণ হলেও তো করার কিছু নেই। কেউই নেই সেখানে। সে রওয়ানা হলো যাওয়ার জন্য। কিন্তু কোথায় যাবে? রাস্তা নেই, ঘাট নেই, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল। হঠাৎ একটা গায়েবী আওয়াজ হলো, "হে নেক সন্তান! পিতা-মাতার অনুগত সন্তান, তুমি সামনে অগ্রসর হও। তোমার জন্য মহান আল্লাহ পাক এখানে কিছু ধন ভান্ডার রেখেছেন। তুমি সেটা গ্রহন করো।" মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশে সে সামনে অগ্রসর হলো। এরপর সত্যিই একটা ধন ভান্ডার পেলো। পাওয়ার পর ভাবতে লাগলো, এটা দিয়ে এখন সে কী করবে? মহান আল্লাহ পাক উনার ইচ্ছা, কিছু লোক কোথা থেকে যেন সেখানে এসে পৌঁছালো। সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলো এবং এই লোকদের মাধ্যমে আরো কিছু লোক যোগাড় করলো। যেহেতু তার টাকা পয়সা ছিল, তাই সে কিছু লোক দিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরী করালো এবং অনেক দান-খয়রাতও করলো। আস্তে আস্তে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো তার এলাকাতে। নদীর এপাড়-ওপাড় সবখানে এ সংবাদ পৌঁছে গেলো। দানশীলতার কারণে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য লোকজন দলে দলে আসতে থাকলো। কাউকে সে ফিরিয়ে দিত না। কম বেশী দান করতো, মেহমানদারী করতো, অবস্থা বিশেষে লোকদের থাকার ব্যবস্থাও করে দিত। এভাবে তার দিন কাটতে লাগলো। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো।

(আম্মা হুজুর ক্বিবলা রচিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৪৫ পৃ.)

পীর সাহেবের ছেঁড়া জুতো ও আমীর খসরুর রাজকীয় ত্যাগ (১ম পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ হাফেজ তানজিল আল-আমিন সিদ্দীকী

মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুরিদের আদব, মুহব্বত এবং আত্মত্যাগের গভীরতা কতটা আবেগঘন হতে পারে, তা বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে সুফি জগতের সুলতান **হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমতুল্লাহি আলাইহি)** এবং তাঁর প্রধান মুরিদ ও খলিফা **হযরত আমীর খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)**-এর দিকে।
উনাদের প্রেম ও আদবের সম্পর্কটি পৃথিবীর পীর-মুরিদী ইতিহাসের অন্যতম সবচেয়ে আবেগঘন (emotional) ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। নিচে উনাদের জীবনের বিখ্যাত এবং হৃদয়স্পর্শী একটি ঘটনা দেওয়া হলো।
হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-কে উনার মুরিদরা নিজের জানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। একবার এক অত্যন্ত দরিদ্র অভাবী মানুষ দূর দেশ থেকে নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-উনার দরবারে হাজির হলেন। লোকটির

মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি তার প্রয়োজনের কথা পীর সাহেব কে বললেন। কিন্তু সেদিন দরবারে কোনো টাকা-পয়সা বা দান করার মতো কিছু ছিল না। যা হাদিয়া এসেছিল, পীর সাহেব তা সাথে সাথেই গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

দরিদ্র লোকটিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পীর সাহেবের খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের কাছে দেওয়ার মতো কিছু না পেয়ে, হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর নিজের ব্যবহার করা এক জোড়া পুরনো, ছেঁড়া চামড়ার জুতো সেই লোকটিকে দিয়ে বললেন,

"বাবা, আমার কাছে এই মুহূর্তে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই। আমার এই জুতা জোড়া আপনি নিয়ে যান।"

লোকটি কিছুটা হতাশ মনে জুতো জোড়া নিয়ে দিল্লির বাজারের দিকে রওনা হলেন। তিনি ভাবছিলেন, "এই ছেঁড়া জুতো দিয়ে আমি কী করব?"

সেই একই সময়ে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহমতুল্লাহি আলাইহি)- উনার প্রিয় মুরিদ, বিখ্যাত কবি ও সাধক **হযরত আমীর খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)** অন্য একটি দেশ থেকে রাজকীয় সফর শেষ করে দিল্লির দিকে ফিরছিলেন। তিনি রাজার কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে প্রচুর ধন-সম্পদ, উট, ঘোড়া এবং হীরা-জহরত নিয়ে আসছিলেন।

দিল্লির সীমান্তে এসে **হযরত আমীর খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)** হঠাৎ বাতাসে উনার পীর সাহেবের আধ্যাত্মিক সুঘ্রাণ পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন উনার পীর সাহেব বা উনার পীর সাহেবের কোনো জিনিস উনার আশেপাশে আছে।

তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন দরিদ্র লোক কাঁপতে কাঁপতে কাপড়ে মোড়ানো কী যেন একটি জিনিস নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। **হযরত আমীর খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)** উনার কাফেলা থামিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই! আপনার কাছে কী আছে? আমি এখান থেকে আমার মুর্শিদ ক্বিবলা উনার সুঘ্রাণ পাচ্ছি!" লোকটি তখন পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং পীর সাহেবের দেওয়া ছেঁড়া জুতো জোড়া বের করে দেখালেন। নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার জুতো দেখা মাত্রই **হযরত আমীর খসরু (রহমতুল্লাহি আলাইহি)** কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি জুতোগুলো চোখে-মুখে ছুঁইয়ে মাথায় তুলে নিলেন। এরপর তিনি সেই দরিদ্র লোকটিকে বললেন:

"আপনি কি এই জুতো জোড়া বিক্রি করবেন? আমার এই কাফেলায় যত ধন-সম্পদ, সোনা-দানা, হীরা-জহরত, উট এবং ঘোড়া আছে সব আমি আপনাকে দিয়ে দেব। বিনিময়ে আপনি শুধু আমার মুর্শিদ ক্বিবলা উনার এই জুতো জোড়া আমাকে দিয়ে দিন।"

-অসমাপ্ত (পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

কাসিদা ও কবিতা

কাসিদা :

হামদ

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান

(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
আপনারই করুণায় ঘেরা সারা দুনিয়া
সে কথা বুঝেনা শুধু বধির রহিয়া ॥
অশেষ ও অসীম অনুপম
হৃদয় সুষমা আপনি, আপনি প্রিয়তম ॥
হৃদয়ও কুঠিরে আপনি ॥ চির মহিয়ান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
কখনও আপনারে যদি ভূলি
হিদায়াতের আলো জ্বেলে নিবেন কাছে তুলি ॥
ঠাঁই দিবেন প্রিয়তম, ঠাঁই দিবেন মহান আল্লাহ
ওগো দয়াবান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
জনমও জনম যদি গাহি,
আপনারই মহিমা গাওয়া শেষ হবে নাহি ॥
ভরে ও ভরে না যেন, সাহারা এ প্রাণ
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥

নাতে রাসূল (ﷺ)

শাহে মাদিনা

মুহাম্মাদ আবু রিসাত

আমি দরূদের গেঁথেছি মালা
কেমনে পাঠায় এই হাদিয়া
যেথায় আছেন ক্বাবার ক্বাবা
সরকারে দো আলম শাহে মাদিনা।

যার প্রেমেতে পাগল ছিলেন
হাবসি বেলাল মুয়াজ্জিনে
যার আজানে আল্লাহর আরশ মাতে
মুগ্ধ স্বয়ং রহমানে।

কহেন প্রিয় রাসুলে আমি যার মওলা
তাঁরও মওলা হবেন আলী
যে জ্ঞানের শহর আমি
সে জ্ঞানের দুয়ার শেরে খোদা আলী
রাসুল প্রেমে নিলেন তাশরিফ ঐ না ঘর ক্বাবায়
আমি কেমনে পাঠায় এই হাদিয়া
যেথায় আছেন শাহে মদিনা।

শানে মুর্শিদী

মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ ফরহাদ হুসাইন সিদ্দীকী

মাটিডালী বিমান মোড়ে, উড়ছে হক্বের নিশান
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার
নবী প্রেমের বাগান (২)
আমি ধরেছি গো, মুর্শিদ ক্বিবলার নুরানী ক্বদম
ছাড়বো না মুর্শিদ ক্বিবলার জান্নাতি দামান
মাটিডালী বিমান মোড়ে, উড়ছে হক্বের নিশান
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার
নবী প্রেমের বাগান (২)
নব্য বিশ্বে আমি পৌঁছে দিবো খিলাফতের দা'ওয়াত
সেই কারণে হয়েছি আমি
মুর্শিদ ক্বিবলার বাইয়াত (২)
আমি নির্ভীক আমি সৈনিক (২)
শতবাঁধাতেও রাখবো আমি মুর্শিদ ক্বিবলার মান
মাটিডালী বিমান মোড়ে, উড়ছে হক্বের নিশান
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার
নবী প্রেমের বাগান (২)
আসে আসুক যত বাতিল ফিরক্বা, দুশমনির দুশমন
শক্ত হাতে রুখে দিবো
এই তো আমার পণ (২)
আমি নির্ভীক আমি সৈনিক (২)
হিমশীতলেও গাইবো আমি মুর্শিদ ক্বিবলার শান
মাটিডালী বিমান মোড়ে, উড়ছে হক্বের নিশান
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার
নবী প্রেমের বাগান (২)

কবিতা :

জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ

মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম

মুর্শিদ আপনি আল্লাহর অলী ভক্ত কুলের শান,
মুর্শিদ আপনি শ্রেষ্ঠ অলী মুজাদ্দিদে যামান (!!)
মুর্শিদ আপনি বাতিল ফেরকার আতঙ্কের এক নাম,
মুর্শিদ আপনি হক্ব ইসলামের সত্যেরও নিশান (!!)
মুর্শিদ আপনি শ্রেষ্ঠ অলী শ্রেষ্ঠ আপনার শান,
আপনি হলেন এ যামানার মুজাদ্দিদে যামান (!!)
জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ, জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ (!!)
নবী প্রেমে পাগল আপনি দিন রাত কাটান ইবাদতে,
ভুলেন না আপনি মুর্শিদ মুরিদদের মুনাজাতে (!!)
আপনারই উছিলায় মোরা ভরে আছি নিয়ামতে (!)
দিদার দিয়েন ওগো মুর্শিদ পাগলদের স্বপ্নতে (!!)
মুর্শিদ আপনি এ যামানার মুজাদ্দিদে যামান,
মুর্শিদ আপনি এই অধমের প্রাণের ও প্রাণ (!!)
আপনারই উছিলায় মোরা পেয়েছি ঈমান (!)
মুর্শিদ আপনি আল্লাহর অলী ভক্ত কুলের শান,
মুর্শিদ আপনি শ্রেষ্ঠ অলী মুজাদ্দিদে যামান (!!)
জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ, জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ (!!)
কারামতে ভরা ওগো মুর্শিদ আপনারও জীবন,
আপনি মুর্শিদ ভক্ত কুলের জীবন ও মরণ (!!)
আপনারও ছায়াতলে আছি মোরা নিরাপদ,
আপনারও উছিলায় মোরা পাই আল্লাহর নিয়ামত (!!)
স্বপ্নের মাঝে দিদার দিয়েন ওগো মুর্শিদ আমারে,
থাকতে চাই ওগো মুর্শিদ আপনার মুবারক ছায়াতলে (!!)
মুর্শিদ আমার আল্লাহর অলী ভক্ত কুলের শান,
মুর্শিদ আমার শ্রেষ্ঠ অলী মুজাদ্দিদে যামান (!!)
জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ, জিন্দাবাদ ইয়া মুর্শিদ (!!)

সত্য পথে এক টাকা দান করলে দশ থেকে সাতশত টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়।
দান ও হাদিয়া করা সুন্নত, হালাল হওয়া ফরজ।

কলাম ও মতামত

কারবালার হৃদয় বিদারক ইতিহাস (১ম পর্ব)

মুহাম্মাদ শিপন শেখ

প্রসঙ্গ কথা: একজন মুসলমান হিসেবে কারবালার ইতিহাস জানা অবশ্য কর্তব্য। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি -গোষ্ঠিতে বিভিন্ন ভাষায় কারবালার ঘটনা নিয়ে যত লেখা হয়েছে সম্ভবত আর কোন ঘটনা নিয়ে এত লেখা হয়নি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লেখায় পাঠকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সঠিক ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ও এমন বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের উদাহরণ অনেক। সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'বিষাদ সীন্ধু'। এই ঈমান বিধ্বংসী বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার যে কী অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। মূলত এটাই স্বাভাবিক। কেননা মীর মোশারফ ছিল শিয়া বা রাফেজী ধর্মাবলম্বী। আর শিয়ারা ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক অবশ্যই কাফের। কেননা ঈমান ও কুফরের পার্থক্য আমলে নয়, আক্বীদা বা বিশ্বাসে।

প্রায় বাইশটি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত শিয়াদের কতিপয় আক্বীদা নিম্নে দেয়া হলো:

◇ তাদের মতে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আখেরী (শেষ) নবী নন, হযরত আলী رضي الله عنه শেষ নবী হবার কথা। ফেরেশতা জিবরীল عليه السلام ভুল করে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনার উপর ওহী করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

◇ তাদের ধারণা আল্লাহ পাক কুরআনে চৌদ্দ হাজার আয়াত নাজিল করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ সেখান থেকে আলী رضي الله عنه উনার ইমামত সংক্রান্ত সকল আয়াত বাদ দিয়ে বাকিটুকু (কুরআন শরীফ) প্রচার করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

◇ তারা প্রচার করে যে, হুযূর পাক ﷺ উনার ইন্তেকালের পর হযরত আলী رضي الله عنه, হযরত হাসান رضي الله عنه, হযরত হুসাইন رضي الله عنه, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ رضي الله عنه ও হযরত সালমান ফারসি رضي الله عنه -এই পাঁচ জন ছাড়া সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম কাফের, মুরতাদ হয়ে গেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ্। আর এসব কাফেরদের নেতা আবু বকর, উমর, উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণ) নাউযুবিল্লাহ!

◇ একটা শুকরও তত নাপাক নয় যতটা নাপাক আবু বকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه, উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)। নাউযুবিল্লাহ্!

◇ শিয়ারা সব সময় একটা মাটি অথবা পাথরের টুকরা সাথে রাখে। নামাজের সময় সেটি সিজদার স্থানে রাখে। কারণ তারা মনে করে সরাসরি আরদ্ বা জমিন বা মাটিতে সিজদা না দিলে নামাজ হবেনা। নাউযুবিল্লাহ!

অতএব, নবীজি পাক ﷺ তিনি সহ কোন মুসলমানের নামাজ হয়না, কারণ মুসলমান সরাসরি মাটি, পাকা বা ফ্লোরে, জায়নামাজের উপর সিজদা আদায় করে থাকে। নাউযুবিল্লাহ্!

◇ শিয়াদের ইমামদের মর্যাদা পূর্ববর্তী নবীগণের চেয়ে বেশি। নাউযুবিল্লাহ!

এরকম আরো অসংখ্য অগণিত কুফরি পূর্ণ আক্বীদার কারণে ইসলামী শরীয়াহ্ মুতাবিক শিয়া বা রাফেজীরা কাফের এবং হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী বাতিল বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত।

আর এভাবেই বিভিন্ন বাতিল দল মাযহাবের ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস ও কাল্পনিক ধ্যান ধারণার মিশ্রন থেকে সৃষ্ট গল্প-উপন্যাস যুগে যুগে কারবালার প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি মুসলমানদের আত্মমর্যাদা-স্বকীয়তাবোধের অভাব, জ্ঞান অর্জনে অনীহা, সৎকর্মবিমুখতা ইত্যাদি ও মুসলমানদের বিভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

যাই হোক আলোচনা তুলে ধরা হলো:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থ: 'যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় শহীদ হন তাঁদেরকে কখনও মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা নিজেদের রব তায়ালার নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত।' (সূরা আলে ইমরান-১৬৯)

হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনার শাহাদাত নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা। নবীজি পাক ﷺ উনার হায়াত মুবারকে ও উনার বিছাল শরীফ-এর পরে আরো অনেক মর্মবিদারক শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম উনার শাহাদাতের ন্যায় এত দীর্ঘস্থায়ী ও এত ব্যাপক শোক, কান্না ও আহাজারি মুসলিম জাতি আর কোন শাহাদাতের জন্য করেনি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নবীজি পাক ﷺ উনার হায়াত মুবারকে হযরত হামযা عليه السلام উনার শাহাদাত, উনার কলিজা চিবানো, হযরত ইয়াসার عليه السلام উনার পরিবারের মর্মান্তিক শাহাদাত, বীরে মাউনায় ৭০ জন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০০ জন কুরআনে হাফিযের শাহাদাত, হযরত খুবাইব عليه السلام ও উনার সঙ্গীদের শাহাদাত তৎকালীন মুসলিম সমাজের বুকে শেলের মত বিঁধেছিল। স্বয়ং নবীজি পাক ﷺ হযরত হামযা عليه السلام উনার শাহাদাতে নিদারুণভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। তারপর চারজন খলীফার মধ্যে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু عليه السلام সহ তিনজন খলীফাই শহীদ হয়েছেন মর্মান্তিকভাবে। জামাল (উষ্ট্রের) যুদ্ধ ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধের ন্যায় দু'টি গৃহযুদ্ধে বহু মূল্যবান প্রাণ, বিশেষতঃ আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন ছাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমও শহীদ হয়েছেন। এসব শাহাদাতে মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হলেও শোক ও আবেগের দিক দিয়ে হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনার শাহাদাত ঐসব শাহাদাত থেকে অধিক মর্মান্তিক। এমনকি সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনার বড় ভাই সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান عليه السلام কেও বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই শাহাদাত নিয়েও সারা দুনিয়াব্যাপী এত দীর্ঘস্থায়ী শোক ও বিলাপ হয়নি, যেমনটি সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনার শাহাদাতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

মোট কথা, হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনার শাহাদাত এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শাহাদাত এবং এমন এক হৃদয় বিদারক ঘটনা, আগের এবং পরের যুগে যার কোন নজীর নেই।

আহলে বাইত ও আওলাদে রসূলগণের পরিচয়

নবীজি পাক ﷺ উনার সর্বমোট সন্তান ছিলেন আটজন। চার ছেলে এবং চার মেয়ে। ছেলে সন্তানগণের প্রত্যেকেই অল্প বয়সেই বিছাল শরীফ লাভ করেন। উনারা হলেন-

১. হযরত ক্বাসিম عليه السلام। ২. হযরত তুইয়্যিব عليه السلام।

৩. হযরত ত্বাহির عليه السلام। ৪. হযরত ইব্রাহীম عليه السلام।

আর মেয়েরা হলেন-

১. হযরত যয়নাব রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।
২. হযরত রুকাইয়া রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।
৩. হযরত উম্মু কুলছুম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।
৪. হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

স্মরণীয় যে, আল্লাহ পাক উনার হাবীব, হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আমার বংশ জারী থাকবে আমার মেয়ে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-উনার মাধ্যমে। অর্থাৎ উনার দু'ই ছেলে হযরত ইমাম হাসান عليه السلام এবং হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام উনাদের মাধ্যমে। উনারা উভয়েই জান্নাতের যুবকগণের সাইয়্যিদ। উনাদের বংশোদ্ভূত সন্তানগণই সাইয়্যিদ বা আওলাদে রসূল নামে পরিচিত।

আর হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা -উনার অন্যান্য সন্তানের দ্বারা যে বংশ জারী রয়েছে, উনারা ফাতিমী নামে পরিচিত। আর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু عليه السلام উনার অন্যান্য আহলিয়াগণের সন্তানদের মাধ্যমে যে বংশ জারী রয়েছে উনারা আলূবী নামে পরিচিত।

সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام :

সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন عليه السلام চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসের ৫ তারিখ মদীনা শরীফ-এ বিলাদত শরীফ (জন্ম) গ্রহন করেন। বিলাদত শরীফ-এর পর সরকারে মদীনা, নবীজি পাক ﷺ উনার কানে আযান দিয়ে দুআ করেছিলেন। সাতদিন পর আকীকা করে উনার নাম মুবারক 'হুসাইন' রাখা হয়েছিল।

হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত আছে-

الحسن والحسين اسمان من اهل الجنة

অর্থ: 'হাসান ও হুসাইন জান্নাতী নামসমূহের দু'টি নাম।' এর আগে আরবের জাহিলিয়াত যুগে এ দু' নামের প্রচলন ছিল না।

হযরত ইমাম হাসান ﵁ ও হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ উনারা নবীজি পাক ﷺ উনার খুবই প্রিয় ছিলেন। আপন সন্তান থেকেও উনাদেরকে অধিক ভালবাসতেন। হযরত আল্লামা জামী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, একদিন নবীজি পাক ﷺ হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ উনাকে ডানে ও স্বীয় সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহীম ﵁ উনাকে বামে বসিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরীল ﵇ উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ তায়ালা উনাদের দু'জনকে আপনার কাছে এক সঙ্গে থাকতে দেবেন না। উনাদের মধ্যে একজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অতএব আপনি উনাদের দু'জনের মধ্যে এ ব্যাপারে যিনাকে ইচ্ছা পছন্দ করুন।

নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যদি হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ তিনি বিদায় নেন, তাহলে উনার বিরহে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ও হযরত আলী ﵁ উনাদের খুবই কষ্ট হবে এবং আমার মনটাও ক্ষুণ হবে। আর যদি হযরত ইব্রাহীম ﵁ উনি বিছাল শরীফ (ইন্তেকাল) করেন, তাহলে সবচে দুঃখ একমাত্র আমিই পাবো। এজন্য নিজে দুঃখ পাওয়াটাই আমি পছন্দ করি। এ ঘটনার তিন দিন পর হযরত ইব্রাহীম ﵁ বিছাল শরীফ (ইন্তেকাল) করেন।

এরপর থেকে যখনই হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ তিনি নবীজি পাক ﷺ উনার সমীপে আসতেন তিনি উনাকে মুবারকবাদ দিতেন এবং উনার কপাল মুবারকে চুমু দিতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতেন, আমি হুসাইন ﵁- এর জন্য আপন সন্তান ইব্রাহীম ﵁ উনাকে কুরবানী দিয়েছি।' (শাওয়াহিদুন্ নুবুওওয়াত)

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, নবীজি পাক ﷺ এমন অবস্থায় বাইরে তাশরীফ আনলেন যে, উনার এক কাঁধের উপর হযরত ইমাম হাসান ﵁ উনাকে এবং অন্য কাঁধের উপর হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ উনাকে বসিয়ে ছিলেন। এভাবে আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন-

من احبهما فقد احبنى ومن ابغضهما فقد ابغضنى

অর্থ: 'যে উনাদের দু'জনকে মুহব্বত করলো, সে আমাকে মুহব্বত করলো। আর যে উনাদের সাথে দুশমনী করলো, সে আমার সাথে দুশমনী করলো।'

হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ উনার বিলাদত শরীফ (জন্ম) এর কিছু দিন পরই উনার শাহাদাতের কথা সবার কাছে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী ﵁, হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ও আহলে বাইত আলাইহিমুস সালাম-উনাদের সংশ্লিষ্ট সকলেই হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ উনার শৈশবাবস্থায় জানতে পেরেছিলেন যে, উনাকে একান্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হবে এবং কারবালার ময়দান উনার রক্তে রঞ্জিত হবে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

হযরত উম্মুল ফজল বিনতে হারিছ রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা (হযরত আব্বাস ﵁ উনার আহলিয়া) বলেন, আমি একদিন হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার খিদমতে উপস্থিত হয়ে হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ কে উনার কোলে দিলাম। এরপর আমি দেখলাম, নবীজি পাক ﷺ উনার চোখ মুবারক থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এর কারণ কী? ইরশাদ করলেন, আমার কাছে হযরত জিবরীল ﵇ এসে এ খবর দিয়ে গেলেন-

ان امتی ستقتل ابنی هذا

'নিশ্চয়ই আমার উম্মত আমার এ শিশুকে শহীদ করবে।' হযরত উম্মুল ফজল রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ শিশুকে শহীদ করবে? নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, 'হ্যাঁ, হযরত জিব্রীল (عليه السلام) শাহাদাত স্থলের লাল মাটিও এনেছেন।

হযরত ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), হযরত শা'বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) জঙ্গে সিফফীনের সময় কারবালার পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেই জায়গার নাম জানতে চাইলেন। লোকেরা বললেন, এ জায়গার নাম কারবালা। কারবালার নাম শুনামাত্র তিনি এত কান্নাকাটি করলেন যে, চোখের পানিতে মাটি ভিজে গিয়েছিল। অতঃপর ফরমালেন, আমি একদিন নবীজি পাক ﷺ উনার খিদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কেন কাঁদছেন? ইরশাদ মুবারক করলেন, এইমাত্র হযরত জিবরীল (عليه السلام) এসে আমাকে খবর দিয়ে গেলেন-

ان ولدی الحسین یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا

আমার ছেলে (দৌহিত্র) হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) কে ফোরাত নদীর তীরে যে জায়গায় শহীদ করা হবে, সে জায়গার নাম কারবালা। (সাওয়ায়িকে মুর্হারাকাহ) আর সত্যি সত্যিই নবীজি পাক ﷺ উনার ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক হযরত ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه) কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন।

(অসমাপ্ত পরবর্তী অংশের জন্য সঙ্গে থাকুন)

মুর্শিদী কদম মুবারকে আজীবন স্ব-পরিবারে ইস্তেকামত যেন থাকতে পারি-আমীন।
মুহাম্মাদ হাফেজ সাকিব হোসেন।

নবী-রসূল (عليهم السلام) ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৪র্থ পর্ব)

মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর............

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াল ফক্বিহ, ইমাম আবু বকর বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، حدثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، حدثنا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلْوَانِيُّ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حدثنا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: الْمقَام الْمَحْمُود الشَّفَاعَة.

-"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) বলেছেন, 'মাকামে মাহমুদ' হলো শাফায়াত তথা সুপারিশ করা। (বায়হাক্বীঃ শুয়াবুল ঈমান, হাঃ নং ২৯৫; জালালুদ্দিন ছিয়ূতীঃ তাফসিরে দুররে মানসুর, ৫ম খণ্ড, ৩২৪ পৃ:, ইবনু জারীরঃ তাফসিরে তাবারী, ১৫ম খণ্ড, ৪৪ পৃ:) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله: {عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا} وَسُئِلَ عَنهُ قَالَ: هُوَ الْمقَام الَّذِي أشفع فِيهِ لأمتي.

-"রসূলে পাক (ﷺ) উনাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি বলেন, 'মাকামে মাহমুদ' হলো সেই স্থান, যেখানে আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকব।(আহমাদঃ মুসনাদু আহমাদ, ১৫ম খণ্ড, ৪২৮ পৃ:, হা ৯৬৮৪, তিরমিজিঃ আস সুনান, ৫ম খণ্ড, ১৫৪ পৃ:, হাঃ নং ৩১৩৭, ইবনু জারীরঃ তাফসিরে তাবারী ১৫ম খণ্ড, ৪৭) ইমাম আলী ইবনু ওয়াহেদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

مَقَامٌ مَحْمُوْدٌ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْخَلْقِ.

-'মাক্বামে মাহমুদ' হলো সুপারিশ করার স্থান, যেখানে সমস্ত সৃষ্টি রসূল পাক (ﷺ) উনার প্রশংসা করবে। (ইবনু অহেদী নিছাপুরী: তাফসিরে ওয়াহেদী, ১ম খণ্ড, ৬৪৪ পৃ:)

বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির, আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাবেয়ী হযরত হাসান বছরী, হযরত মুজাহিদ, হযরত কালবী এবং হযরত ইবনু যায়েদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন,

قَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَالْكَلْبِيُّ وَابْنُ زَيْدٍ: الْمُرَادُ هُوَ الشَّفَاعَةُ.

-'মাকামে মাহমুদ' দ্বারা রসূলে পাক (ﷺ) উনার শাফায়াত উদ্দেশ্য। (রাজী: তাফসিরে কবীর, ১০ খণ্ড, ১৫৯;)

শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে মুফাচ্ছিরিনে কিরামগণের ঐকমত্য হওয়া সম্পর্কে আল্লামা ইমাম সাম'আনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قَوله: {عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا} أجمع الْمُفَسِّرُونَ أَن هَذَا مقَام الشَّفَاعَة.

-"সমস্ত মুফাচ্ছিরিনে কিরামগণ ঐকমত্য যে, আলোচ্য আয়াতে 'মাকামে মাহমুদ' হলো মাক্বামে শাফায়াত তথা সুপারিশ করার স্থান। (সাম'আনী, তাফসিরে সাম'আনী, ৩য় খণ্ড, ২৬৯;)

এছাড়াও আল্লামা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قَوْلُهُ تَعَالَى (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّفَاعَةُ وَبَالَغَ الْوَاحِدِيُّ فَنَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ.

-"অধিকাংশ মুফাচ্ছিরীনে কিরামের মত হলো, এ আয়াতে 'মাকামে মাহমুদ' দ্বারা প্রিয়নবী হুজুর পাক (ﷺ) উনার শাফায়াতই উদ্দেশ্য। আর ইমাম ওয়াহেদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর উপর মুফাচ্ছিরিনে কিরামদের ইজমা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১ম খণ্ড, ৪২৬ পৃ:)

সুতরাং উপরিউক্ত মুফাচ্ছিরদের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ পাক উনার আপন প্রিয় হাবীব হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে যে 'মাকামে মাহমুদ' দান করবেন বলেছেন তা হলো 'মাকামে শাফায়াত' তথা সুপারিশ করার স্থান। যেখানে অবস্থান করে প্রিয় নবীজি পাক (ﷺ) উনার গুনাহগার উম্মতদের জন্য শাফায়াত করবেন। তাই আমাদের এই কথার উপর ঈমান রাখা দরকার যে, 'মাকামে মাহমুদ' হলো মাক্বামে শাফায়াতের নাম যা উক্ত দালায়িল সমূহ স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

দলীল নং ০৬ঃ নবিজী পাক (ﷺ) উনার শাফায়াত সম্পর্কে অপর আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ মুবারক করেন,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

-"অচিরেই আপনার রব আপনাকে এতো পরিমাণ দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

(৯৩ নং সুরা আদ্ব-দুহা, আয়াত শরীফ নং- ৫)

উক্ত আয়াত শরীফের তাফসির স্বয়ং শাফিউল মুযনিবীন, সাইয়্যিদুল মুরসালীন প্রিয় নবীজী পাক (ﷺ) উনি নিজেই করেছেন, যা হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এভাবে উল্লেখ করেন,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النبي ﷺ: إِذًا واللهِ لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ.

-"যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। তখন প্রিয় নবীজী পাক (ﷺ) বলেন, "আল্লাহর শপথ!" আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। (ছুয়ূতী: তাফসিরে দুররে মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৬১ পৃ: নাসাফী: তাফসিরে মাদারেক, ৩য় খণ্ড, ৬৫৪ পৃ:, তফসিরে কুরতুবী, ২০ খণ্ড, ৯৬ পৃ:, তফসিরে ছালাভী, ১০ খণ্ড, ২২৫ পৃ:, আব্দুল আযীয দেহলভী: তাফসিরে আযিযী, ৪র্থ খণ্ড, ২১৮ পৃ:)

ইমামুল মুফাচ্ছিরীন ইমাম আলাউদ্দিন আলী খাযেন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ حَتَّى يَرْضَى.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বীয় উম্মতের সুপারিশ করা যতক্ষণ না উনি সন্তুষ্ট হবেন। (তাফসিরে খাযেন, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩৮ পৃ:, তাফসিরে ওয়াহেদী: ৪র্থ খণ্ড, ৫১০ পৃ:, বাগাভী: তাফসিরে মা'আলিমুত তানযিল, ৫ম খণ্ড, ২৬৭ পৃ:) আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় তাফসিরে এভাবে বলেন,

يُرْوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ: إِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ.

-"মহান আল্লাহ পাক উনার এ আয়াত শরীফ যখন নাজিল হয়েছে, তখন নিশ্চয় প্রিয় নবিজী পাক (ﷺ) বলেন, আমার উম্মতের একজন ব্যক্তি জাহান্নামে থাকলেও আমি সন্তুষ্ট হবো না। (ইমাম রাজী: তাফসিরে কাবীর, ৩১ম খণ্ড, ১৯৪ পৃ:, তাফসিরে নাসাফী, ৩য় খণ্ড, ৬৫৪ পৃ:)

ইমাম নিজামুদ্দিন নিশাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انه قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ.

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল পাক (ﷺ) বলেছেন আমার একটা উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। (তাফসিরে নিছাপুরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫১৬ পৃ:, তাফসিরে ওয়াহেদী: ১ম খণ্ড, ১২১০ পৃ:)

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ করুন,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني...... فَقَالَ اللَّهُ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتك وَلَا نسوؤك

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, একদা নবীজি পাক (ﷺ) ইব্রাহীম (عليه السلام) উনার উক্তি সম্বলিত এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন: ও আমার রব!...... অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে বললেন, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) উনার কাছে যাও এবং উনাকে বলো, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে কষ্ট দিবনা।" (ছহীহ্ মুসলীম, হাঃ নং ২০২ ও ৩৪৬; মিশকাত, ৪৯৪ পৃ:; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হাঃ নং ৪১৫; তাবারানী তার আওছাত, হাঃ নং ৮৮৯৪; বায়হাক্বী: আসমা ওয়াছ ছিফাত হাঃ নং ৪৬০; শুয়াবুল ঈমান, হাঃ নং ২৯৮; শারহু সুন্নাহ, হাঃ নং ৪৩৩৮; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খণ্ড, ২৪০ পৃ::) ইমাম ইবনু জাওযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

قال عليّ والحسن: هُوَ الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ حَتَّى يَرْضَى.

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) এবং হযরত হাসান বছরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তা হলো শাফায়াত, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত উনার উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে না প্রবেশ করাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। (ইবনু জাওযী: তাফসিরে যাদুল মাইসির ফি উলুমিত তাফসির, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫৭ পৃ, বাগাভী: তাফসিরে মা'আলিমুত তানযিল, ৫ম খণ্ড, ২৭৬ পৃ:) ইমাম কুরতুবী ও আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হযরত আলী (رضي الله عنه) উনার একটি হাদিস এভাবে উল্লেখ করেন,

عَن عَلِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: أَشْفَعُ لِأُمَّتِي حَتَّى يُنَادِيَنِي رَبِّي أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّد فَأَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتُ.

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূল পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের সুপারিশ করতে থাকব, যতক্ষণ না আমার রব আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ও প্রিয় হাবীব নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তখন আমি বলব, 'হ্যাঁ' আমার রব আমি সন্তুষ্ট। *(কুরতুবী: তাফসিরে কুরতুবী, ২০ খণ্ড, ৯৬ পৃ:, ইসমাঈল হাক্বী: তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃ:, ছিয়ূতী: তাফসিরে দুররে মানসুর, ৮ খণ্ড, ৫৪৩ পৃ., শাওকানী: তাফসিরে ফতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, ৫৬০ পৃ:, তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, ২য় খণ্ড, ৩০৭ পৃ:, মুনযিরী: তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৬ পৃ:)*

অতএব এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহ পাকের বাণী "অচিরেই আপনার রব আপনাকে এতো দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" তা হলো 'শাফায়াত'। যা প্রিয় নবীজী পাক (ﷺ) দান করবেন এবং এর দ্বারা হাশরের ময়দানে কঠিন মূহূর্তে অসংখ্য গুনাহগার উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন...........

হক্বের পদপ্রদর্শক প্রিয় মুর্শিদী

✍ মুহাম্মাদ ফয়সাল হোসাইন সিদ্দীকী

ফিতনায় পরিপূর্ণ এই কঠিন সময়ে যখন মানুষ দিন দিন দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআ'লা উম্মতের হেদায়াতের জন্য কিছু প্রিয় বান্দাকে মনোনীত করেন। যাঁদের অন্তরে থাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ- উনার অগাধ মুহব্বত, সুন্নিয়তের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং উম্মতের জন্য সীমাহীন দরদ। তেমনই একজন হকের দাঈ, সুন্নীয়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হলেন-

আমাদের সম্মানিত প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা,

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী। উনার প্রতিটি বয়ান যেন অন্তরের জন্য নসীহত, প্রতিটি কথা যেন গাফেল হৃদয়ের জন্য জাগরণের আহ্বান। উনার দরবারে গিয়ে অসংখ্য মানুষ আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছে, অনেক গুনাহগার বান্দা তাওবার পথে ফিরে এসেছে এবং বহু যুবক দ্বীনের সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে।

আজ যখন সমাজ অশ্লীলতা, গুনাহ ও দুনিয়ার মোহে ডুবে যাচ্ছে, তখন উনার দা'ওয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়-

এই দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়, প্রকৃত সফলতা আখিরাতে। উনি মানুষকে শিখিয়ে যাচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-উনার সুন্নাহ আঁকড়ে ধরলেই অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে এবং জীবনে শান্তি ফিরে আসবে।

উনার দরবার শরীফ কেবল একটি স্থান নয়; এটি বহু ভাঙা হৃদয়ের শান্তির আশ্রয়স্থল। সেখানে মানুষ দ্বীনের শিক্ষা পায়, আদব শেখে, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-উনার মুহব্বতে নিজেকে রাঙানোর প্রেরণা লাভ করে।

বর্তমান যুব সমাজ যখন নানা ফিতনা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলছে, তখন উনার নসীহত ও দিকনির্দেশনা হাজারো তরুণের অন্তরে নতুন আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। উনার দা'ওয়াত মানুষকে ভ্রান্তি থেকে হকের পথে, গাফেলত থেকে ইবাদতের পথে এবং অন্ধকার থেকে নূরের পথে আহ্বান করে।

আল্লাহ তাআ'লা আমাদের সম্মানিত প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলাকে সুস্থতা, দীর্ঘ নেক হায়াত এবং উম্মতের খিদমত করার আরো তাওফীক দান করুন।

উনার ফয়েজ ও দোয়ার ছায়া যেন কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের পথে চলমান মানুষদের উপর বজায় থাকে। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

আলহামদুলিল্লাহ্
আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।

যুবকদের প্রতি নবীজি পাক ﷺ উনার উপদেশ

✍ মুহাম্মাদ মোস্তাক আহমেদ রাহাত

*** সর্বদা মহান আল্লাহ পাক উনার ওপর ভরসা করো:**
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি বাহনে নবীজি পাক ﷺ উনার পেছনে ছিলেন। তখন নবীজি পাক ﷺ তাঁকে বলেছেন, 'হে তুরণ, আমি কিছু কথা শেখাব। আপনি আল্লাহ পাক উনার নির্দেশ সংরক্ষণ করবেন। আপনাকেও তিনি সংরক্ষণ করবেন। আপনি আল্লাহ পাক উনার নির্দেশনা পালন করবেন, আপনি উনাকে আপনার সামনে পাবেন। কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ পাক উনার কাছে চাইবেন। কারো কাছে সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ পাক উনার কাছে সাহায্য চান। জেনে রাখুন, পুরো জাতি আপনার উপকার করতে চাইলেও আল্লাহ পাক যতটুকু আপনার জন্য লিখে রেখেছেন ততটুকু হবে। তারা আপনার ক্ষতি করতে চাইলেও আল্লাহ পাক যতটুকু আপনার জন্য লিখে রেখেছেন ততটুকু হবে। (কারণ তাকদিরের) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে।' (তিরমিজি শরীফ ২৫১৬)

*** যৌবনে আল্লাহ পাক উনার ইবাদত করো :**
হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه উনার থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, 'আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সাত ধরনের ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দিবেন, যেদিন উনার (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, এমন যুবক যে রব উনার ইবাদতে গড়ে উঠেছে ।...' (বুখারী শরীফ : ১৪২৩)

*** বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান :**
হযরত আলকামা (رحمة الله عليه) বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه উনার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় হযরত উসমান رضي الله عنه উনার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেন, হে আবু আবদুর রহমান, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। তারা পৃথক হয়ে কথা বলেন। হযরত উসমান رضي الله عنه বলেন, আবু আব্দুর রহমান, আমরা আপনাকে পুনরায় বিয়ে দিতে চাই, আপনার কী মত? এতে আপনার আগের কথা মনে পড়বে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসুল ﷺ আমাদের বলেছিলেন, হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের কেউ সামর্থ্যবান হলে সে যেন বিয়ে করে। তা দৃষ্টি রক্ষা করবে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করবে। আর কেউ তা না পারলে সে যেন রোজা রাখে। কারণ তা তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।' (বুখারি শরীফ : ৫০৬৫)

*** আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো :**
মালিক বিন আল হুওয়াইরিস رضي الله عنه উনার থেকে বর্ণিত, আমরা নবীজি পাক ﷺ উনার কাছে আসি। আমরা সমবয়সী কয়েকজন যুবক ছিলাম। নবীজি পাক ﷺ উনার কাছে আমরা প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত অবস্থান করি।

নবীজি পাক ﷺ তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ। তিনি ভাবলেন যে আমরা হয়তো পরিবারের সাক্ষাৎ করতে চাইছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কে কে আত্মীয়-স্বজন রেখে এসেছে? আমরা উনাকে বললাম। অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা পরিবারের কাছে ফিরে যাও। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাও। তাদের শিক্ষা দাও। আল্লাহ পাক উনার আদেশ-নিষেধ জানাও। আর নামাজের সময় যেন তোমাদের একজন আজান দেয়। অতঃপর তোমাদের কোনো প্রবীণ ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমাম হন।' (বুখারী শরীফ : ৬৩১)

*** দোয়া পাঠের পরামর্শ :**

হযরত মুআজ رضي الله عنه উনার থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক ﷺ আমাকে বলেছেন, 'হে মুআজ رضي الله عنه, আল্লাহ পাক উনার শপথ, আমি আপনাকে মুহাব্বত করি। আল্লাহ পাক উনার শপথ, আমি আপনাকে মুহাব্বত করি।' অতঃপর তিনি বলেছেন, 'হে মুআজ رضي الله عنه, আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি প্রত্যেক নামাজের পর কখনো এই দোয়া পড়া ছাড়বেন না : আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদিকা।' অর্থ : ইয়া আল্লাহ পাক, আমাকে সহযোগিতা করুন, যেন আমি আপনাকে স্মরণ করি, কৃতজ্ঞতা জানাই ও আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করি। (আবু দাউদ শরীফ : ১৫২২)

*** মেধাবীদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহ :**

হযরত জায়েদ বিন সাবিত رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, নবীজি পাক ﷺ মদিনা শরীফ আগমন করলে আমার বাবা আমাকে নিয়ে উনার কাছে যান। তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ, এ কিশোর বনু নাজ্জার গোত্রের সন্তান। ইতিমধ্যে সে আপনার ওপর মহান আল্লাহ পাক উনার অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন শরীফের প্রায় ১০টি সুরা সে মুখস্থ করেছে। এ কথা শুনে নবীজি পাক ﷺ খুবই মুগ্ধ হলেন। তিনি বলেন, 'হে জায়েদ, আপনি আমার জন্য ইহুদিদের কিতাব শিখে নিন। আল্লাহ পাক উনার শপথ, আমি নিজের কিতাবের ব্যাপারে ইহুদিদের নিরাপদ মনে করি না। সাহাবী জায়েদ رضي الله عنه বলেন, অতঃপর আমি তাদের কিতাব শিখতে শুরু করি। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই আমি তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করি। আমি নবীজি পাক ﷺ উনাকে তাদের পাঠানো চিঠিপত্র পড়ে শোনাতাম। উমার পক্ষ থেকে চিঠির উত্তর দেওয়া হতো। (বুখারি শরীফ: ৭১৯৫)

*** জীবন সুন্দর করার পরামর্শ :**

হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, 'হে আবু হুরায়রা رضي الله عنه, আল্লাহভীরু হও অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করো, তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ইবাদতগুজার হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকে সন্তুষ্ট হও, সবচেয়ে ধনী হবে। তুমি নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য যা পছন্দ করো তা অন্য মুসলিম ও মুমিনের জন্য পছন্দ করো। নিজের জন্য যা অপছন্দ করো তা অন্যের জন্য অপছন্দ করো। তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মুমিন বলে গণ্য হবে। পড়শীর সঙ্গে সুন্দরভাবে থাকো, তুমি পরিপূর্ণ মুসলিম বলে গণ্য হবে। বেশি হাসা পরিহার করো। কারণ বেশি হাসা অন্তর মৃত হওয়ার মতো।' (তিরমিজি শরীফ : ২৩০৫)

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

আমি আগে অর্থাৎ চার বছর আগে বাত্বিল ফিরক্বার বক্তাদের ওয়াজ শুনতাম! পরে একদিন আমাদের এলাকা থেকে দূরে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার একটি মাহফিল ছিল। সেই ওয়াজ শুনে আমি সত্যিকারের ইসলাম এবং নবীজি পাক ﷺ উনাকে চিনতে পেরেছি। হাজারো বাত্বিলের ভীরে সত্য সন্ধান পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, মুর্শিদ কিবলা উনার কাছে খাছ দোয়া চাই মৃত্যু পর্যন্ত যেন হক্ব ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারি!
মুহাম্মাদ রিয়াদ, রংপুর।

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নির্দেশ (৩য় পর্ব)

মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (বেড়া, পাবনা)

মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন -

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

অর্থ : তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে যদিও তারা এর আগে গোমরাহী যে ছিল। (সুরাতুল জুমুয়া আয়াত নং ২)

এই আয়াতে চারটি কারণের পাশাপাশি একটি কারণ হলো কিতাব থাকার পাশাপাশি তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। এভাবে পূর্ববর্তী সকল নবী আলাইহিমুস সালাম কে কিতাব দিয়ে মানুষ কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। শরীয়তের উপর আমল করতে আকাবীর তথা পীর ও মুর্শিদের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

আবার মূসা আলাইহিস সালাম উনার মতো জলীল কদর নবীও খিজির আলাইহিস সালাম উনার সোহবতে কাটিয়েছেন। ইলমে শরীয়ত ও মারেফত শেখার আগ্রহ নিয়ে তার কাছে গিয়েছেন। অথচ মূসা আলাইহিস সালাম উনার নিকট তাওরাত কিতাব নাজিল হয়েছে যেমন সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে

قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

অর্থাৎ: মূসা (عليه السلام) উনাকে বললেন 'আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করব যে, আপনাকে যে সঠিক কল্যাণকর জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা আমাকে শিক্ষা দিবেন'? (সুরা কাহাফ আয়াত নং ৬৬)

শুধু সোহবতের কারণে সাধারণ মানুষ থেকে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন,

যে কেউ হুজুর পাক ﷺ উনার সাহচর্যে ঈমানের হালতে একবছর বা একমাস, এক দিন বা একটি মূহুর্ত ছিল বা উনাকে দেখেছেন তিনি উনার সাহাবী। সাহচর্যের সময় অনুপাতে সাহাবিত্বের মর্যাদা নির্ণয় করা হয়। (আল কিফায়া ফি ইলমির রিওয়াইয়াহ: ৫১ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন,

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ উনার সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা যে মুসলিম তাকে ঈমানের হালতে দেখেছেন তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ফাযায়েলুস সাহাবা অধ্যায়ে এ শব্দ দ্বারা একটি বাব তথা পরিচ্ছেদই উল্লেখ করেছেন। দেখুন ৩/৫।

ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ উনাকে দেখেছেন তিনিই সাহাবী যদিও তার দীর্ঘ সাহচর্য নেই বা তার থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করা হয় নি এবং এটাই মুতাক্বাদিমীন এবং মুতাআখ্খিরীন আলেমদের অভিমত। (ইখতিসারু উলুমিল হাদীস মা' আল বা'ইস আল হাসীস ১/৪৯১)

হুজুর পাক ﷺ উনার সোহবতের এত মূল্য! তাহলে রাসূলের ওয়ারিশ তথা আলেম উলামা অলী আওলিয়াদের মূল্যও থাকবে। কেননা তারা নবীদের থেকে ইলমের ওয়ারিশ। তারা রাসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের খলিফা বা প্রতিনিধি (বুখারী শরীফ ১/৩৭)

কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ, দ্বীন ও শরীয়ত চলে এসেছে একটি সিলসিলার মাধ্যমে। কিতাব থেকে বুঝ নেওয়ার শর্ত হলো সনদ। একই আয়াত থেকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতে পারে। তাই সঠিক বুঝ টা নিতে হবে আমাদের হক্কানী আলেম উলামা অলী-আউলিয়াদের থেকে। কেননা তারা সঠিক পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেই তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দা। তাদের অনুসরণেই হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-

وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

অর্থ : বরং, 'তোমরা রব্বানী (আল্লাহ ওয়ালা) হয়ে যাও। তোমরা সে কিতাব শিক্ষা দাও যা কিছু নিজেরা পড় তার ফলে (সুরা আলে ইমরান আয়াত নং ৭৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসিরুদ্দিন বায়যাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন-

(ولكن كونوا ربانين) ولكن يقول كونوا ربانين، وربانين منسوب الي الرب بزيا دة الالف والنون كاالحياني والرقابني وهو كامل في العلم والعمل(بما كنتم تعلمون الكتاب وبما

كنتم تدرسون)بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له. فان فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير الاعتقاد والعمل.

অর্থ: ربني শব্দটি رب এবং ألف نون বৃদ্ধি করে রব শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়া হয়েছে।..... রব্বানী হলো ওই ব্যাক্তি যিনি ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ।...... রব্বানী এ জন্য হতে হবে যে, কিতাব পড়া এবং পড়ানোর কাজ এরাই করে থাকে। কেননা تعلم (শেখা) এবং تعليم (শেখানো) কাজ দুটির ফলে ঈমান আমলের খাইর এবং হক সম্পর্কে জানা যায়। (তাফসিরে বায়যাবি ১/৩৭০)

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন,

قال ابن عباس (كونوا ربانين)/ال عمران ٧٩/ حلماء فقهاء ويقال ربانين الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار.(٣٧/١)

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম শুধু কিতাব পাঠ করলেই হবে না। কোনো এক হক্কানী আলেম উলামা ওলি আউলিয়া উনাদের ছায়াতলে থেকে এই কিতাব থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আর এটাই হলো রব্বানী হওয়ার তরিকা বা পথ। রব্বানীরাই একমাত্র হেদায়েত প্রাপ্ত। তারাই সফলকাম।এরা অতিতে যেভাবে দ্বায়িত্ব পালন করে গত হয়েছেন। বর্তমানেও তারা এ দ্বায়িত্ব পালন করছেন। এটাই হক্কানী পীর মাশায়েখদের ধারা। আকাবীরদের সিলসিলা। হক্কানী আলেম উলামাদের তা'লীমি পদ্ধতি।

পীর মাশায়েখ গণ ছিলেন আল্লাহর কিতাবের আলেম ও তার ভয়ে ভীত । কেননা আল্লাহ সম্পর্কে যারা যত বেশি জানে তত বেশি তাকে ভয় করে। এজন্য মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অর্থ: বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সুরাতুল ফাতির আয়াত নং ২৮)

এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাযী (রহ.) বলেন-

الخشية بقدر معرفة المخشي .والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل علي أن العالم اعلي درجة من العابد. لان الله تعالي قال (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) فبين ان الكرامة بقدر التقوي .واتقوي بقدر العلم لا بقدر العمل .نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك في علمه.

অর্থ: যাকে ভয় করা হয় তার পরিচিতির উপর ভয়ের পরিমান নির্ভর করে। আলেম গণ আল্লাহ তাআ'লা উনাকে চিনেন এবং জানেন, তাই তারা তাকে ভয় করেন। তার কাছে আশা করেন। এটাই একজন আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদার বৃদ্ধির দলিল। কেননা হুজুরাতে মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- তোমাদের মাঝে যে বেশি তাকওয়াবান সে আল্লাহর নিকট তত বেশি সম্মানিত। সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো যে সম্মানের হিসাব তাকওয়া অনুযায়ী। সম্মান হবে ইলম অনুপাতে, আমল অনুপাতে নয়। তবে হ্যাঁ আলেমরা যদি তার ইলম অনুযায়ী আমল না করে তাহলে তার ইলমে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। (তাফসিরে রাযী ১২/৪৭৪)

অতএব হক্কানী আলেম উলামাদের দ্বায়িত্ব হলো তার ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং তার অধিনস্তদের তা শিক্ষা দেওয়া। উনারাই আল্লাহ পাক উনাকে ভয় করে বেশি তাই সাধারণ মানুষদের উচিত তাদের সাহচর্য গ্রহন করা। আর যারা আল্লাহ পাক উনাকে বেশি ভয় করে তারা মুত্তাকি। মুত্তাকিদের অনুসরন করলে মুত্তাকি হওয়া যায়।

আবার আমরা যদি হুজুর পাক ﷺ উনার হাদীস শরীফের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারবো যে , রাসূল ﷺ আমাদের আমাদের ইলম অর্জন করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। আবার সেই ইলম কিভাবে অর্জন করতে হবে সেটাও বলে দিয়েছেন। যেমন হুজুর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة علي كل مسلم.

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ননা করেন দ্বীনী ইলম তলব করা প্রত্যেক ব্যাক্তির উপর ফরয। (ইবনে মাজাহ- ১/৮১)

এই ইলম কিভাবে তালাশ করবো সে পদ্ধতিও হুজুর পাক ﷺ তিনি বলে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন- انما العلم بالتعلم অর্থ: ইলম অর্জন করতে হবে কোনো হক্কানী

আলেম উলামা ওলি আউলিয়াদের নিকট থেকে। (বুখারী শরীফ ১/৩৭)

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন.......

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

মাদ্রাসা কারিকুলামে আক্বীদাগত পরিবর্তন: উদ্বেগে হক্বানী আলেম সমাজ

মুহাম্মাদ সাদিকুল ইসলাম (শাজাহানপুর, বগুড়া)

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে গিয়ে বর্তমান পাঠ্যবই পর্যালোচনা করে মুসলিম জাতি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী পাঠ্যবইগুলোতে আকীদাগতভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে ধারাবাহিকতা ছিল, বর্তমান কিছু আরবি বইয়ে তা পরিবর্তন করে ভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে অনেক জায়গায় কট্টর সালাফি, খারেজী ও জামাতি মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়, দলীলভিত্তিক হাজার হাজার বছর ধরে চলমান ও স্বীকৃত আকীদা ও ধর্মীয় চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে হচ্ছে।

কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ গুপ্ত হেদায়েত উল্লাহ সুপ্ত আস্তিক সেজে মাদ্রাসার কারিকুলামে যা পরিবর্তন ও বাদ দিয়েছেন তা সেক্যুলার নাস্তিকরাও হাত দিতে সাহস করেনি। আগে লেখাটি পড়েন পরে মন্তব্য করবেন।

ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে খারেজী ও সালাফী মতবাদের লোক সেটিং করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এর আকিদা ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী। দেশের খ্যাতনামা আলেম ও ফকিহ দ্বারা রচিত ২০১০ সাল থেকে নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিগত ১৬ বছর পাঠদান চলে আসছে। ২০২৬ সালের জন্য পরিমার্জন করতে গিয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আকাইদ, ফিকহ্ ও আখলাকের ক্ষেত্রে খারেজী আকিদা সালাফিজমকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর নেতৃত্বে ছিলেন:- ১। অধ্যাপক মিয়া নুরুল হক (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) ২। ডঃ মোঃ হেদায়েত উল্লাহ (তিনি কট্টর সালাফী ও জামাত ইসলামের নেতা, তৎকালীন সদ্য বদলিকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ)। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা আকাইদ ও ফিকহের পরিমার্জন করা হয় তারা হলেন- ১। অধ্যাপক আ ন ম রশিদ আহমদ মাদানী, অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, মুবাল্লেগ সৌদি এমবাসি সালাফী। ২। ডঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন আজহারী, মুহাদ্দিস, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী শাখা। ৩। রফিকুল ইসলাম মিয়াজী, জামাতি ইসলামের দায়িত্বশীল। ৪। মোঃ নুরুল ইসলাম, জামাতি ইসলামের দায়িত্বশীল। এ পরিমার্জন সংস্করণ সম্পাদনা কমিটিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনে যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সবাই বাত্বিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী। যারা অতিসংগোপনে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আকাইদ ও ফিকহ বইয়ে তাদের নিজস্ব আকিদা ও আমল সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী সমূহের রচয়িতাগণের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশ বরেণ্য আলেম কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান, ড. একে এম মাহবুবুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোঃ ফজলুল হকের নাম বাদ দিয়ে যারা রচনা করেননি এমন তিনজনের নাম প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যা ফৌজদারী আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

১। নবম ও দশম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের পৃষ্ঠা নং ১১, ১২, ১৩ বিষয়: ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাযকিয়া তাছাউফের প্রয়োজনীয়তা ও কামেল মুর্শিদের বৈশিষ্ট্য এই দুইটি পরিচ্ছেদকে শিরক ও বেদআত তথা মিথ্যা ও কুফুরী ফতওয়া দিয়ে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে।

২। পৃষ্ঠা নং ২০, ২১,২২ নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর ওলীদের এবং তাদের নিদর্শন ও পবিত্র স্থানসমূহের অসিলা দিয়ে দোয়া করা দলিলসহ বর্ণিত হয়েছে। ২০২৬ সালের বইয়ে এ কাজকে অবৈধ ও মাকরূহে তাহরিমি নামে মিথ্যা ও কুফুরী ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

৩। পৃষ্ঠা নং- ২৭,২৮ এখানে পবিত্র মেরাজে রাসূল (ﷺ) আল্লাহকে দেখেছেন দলিলসহ পেশ করা হয়েছে কিন্তু নতুন বইয়ের ২৩ নং পৃষ্ঠায় এই অংশটি জালিয়াতি করে বাদ দেয়া হয়েছে।

৪। নবম ও দশম শ্রেণির আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের পৃষ্ঠা নং ৫১,৫২, ৫৩ এ অধ্যায়ে ইলমুল বেলায়েত তথা কুরআন সুন্নাহর আলোকে অলিগণের পরিচয়, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট এবং মুমিনের জীবনে বুজুর্গদের সোহবতের গুরুত্ব এই দুইটি পার্ট সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ সালাফীগন ইলমুল বেলায়েত ও বুজুর্গানের সোহবতকে শিরক নামে মিথ্যা ও কুফুরী ফতওয়া দিয়ে থাকে।

৫। পৃষ্ঠা নং- ১৩৩,১৩৪,১৩৫,১৩৬ এ চার পৃষ্ঠায় মদিনা মুনাওয়ারা ও পবিত্র স্থানের মর্যাদা, নবীজি পাক (ﷺ) উনার রওজা মোবারক জিয়ারতের ফজিলত, হজ্জ সফরে পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারতে বাধা ধানের পরিণতি ও মদিনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের গুরুত্ব এ তিনটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ খারেজী-সালাফিদের আকিদা রাসূলে পাক (ﷺ) তার রওজা মোবারকে গলে পঁচে মাটির সাথে মিশে গেছেন নাউজুবিল্লাহ । এ কবর জিয়ারত করে কোন লাভ নেই এবং মদিনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ জিয়ারত ও মর্যাদা দান শেরকী আকিদা। নাউজুবিল্লাহ কিন্তু পূর্বের বেশিরভাগ বইয়ে লেখা ছিলো নবীজি পাক (ﷺ) হায়াতুন্নবী সুবহানাল্লাহ।

৬। ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ মোট সাত পৃষ্ঠায় ইলমুত তাজকিয়া ওয়াত তাছাউফ অধ্যায়ে- ১. তরিকত ও মারেফতের পরিচিতি ২. তরিকত ও মারেফতের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব, ৩. অলিগনের পরিচয় ৪.অলিগনের বৈশিষ্ট্য ৫. অলিগণের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা, ৬.অলিগণের মর্যাদা ৭। অলিগণের কারামত, ৮। অলিগণের মাজার শরীফ যিয়ারত, ৯। ইসালে সওয়াব, ১০। তাসাউফের ইলম অর্জনের বিরোধিতার পরিণাম। এ দশটি বিষয় নিয়ে অধ্যায়টি সাজানো হয়েছিলো কিন্তু তথাকথিত খারেজী-সালাফী কুফুরী ও ভ্রান্ত আকিদা মতে তরিকা তাসাউফ একটি শেরকী ও বিদআতী বিষয়। তাই এই অধ্যায়টি ২০২৬ সালের বইয়ে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭। খারেজী-সালাফীগণ শবে বরাতের রাতে ইবাদত ও দিনের রোজাকে অগ্রহণযোগ্য বিদআত নামে মিথ্যা ও কুফুরী ফতওয়া দিয়ে থাকে। ২০২৬ সালের আকাইদ ফিকহ বই থেকে বিষয়টি বাদ দিয়েছে। (পৃ:১৯৮)

৮। ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ২১২ পৃষ্ঠায় দুই ঈদের রাতে নফল ইবাদত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ দলিল সহ বর্ণিত হয়েছে। ২০২৬ সালের বইয়ে তা হিংসা ও শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৯। ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠায় নবীগণ যে রওজা সমূহে স্বশরীরে জিন্দা আছেন এ সংক্রান্ত আবু দাউদ শরীফের ১০৪৭ নং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সালাফীগণ নবীগণের শরীর মোবারক জমিনের জন্য হারাম একথা স্বীকার করতে নারাজ। তাই এই অংশটি ২০২৬ সালের বই থেকে হিংসা ও শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১০। ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের ৫৩ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম ও রসুলে পাক (ﷺ) উনার হায়াতুন্নবী শিরোনামে দুটি বিষয় ছিল ২০২৬ সালের বইয়ে এ দুইটি পরিচ্ছেদ শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১১। ২০২৫ সালে অষ্টম শ্রেণির ১২২ পৃষ্ঠায় জুমুয়ার ফরজ সালাতের আগে ও পরের সুন্নত সালাত শিরোনামের জুমুয়ার আগে ও পরে চার রাকাত করে সুন্নত সালাতের বর্ণনা দলিলসহ আছে। যেহেতু সালাফীগণ জুমুয়ার আগে কবলাল জুমা পরবর্তীতে বা'দাল জুমার সালাতকে বিদআত মনে করে তাই এই অংশটি ২০২৬ সালের বই থেকে শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২। ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠায় সালাতুত তাসবীহ শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ ছিল। ২০২৬ সালের বই থেকে এ পরিচ্ছেদটি স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৩। ২০২৫ সালের ৭ম শ্রেণির আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ১৬ নং পৃষ্ঠায় আত তাওহীদ অধ্যায়- তাওহীদের স্তর চারটি উল্লেখ করা হয়েছে -হযরত শাহ অলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহের কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন- ১। তাওহীদ ফিযযাত, ২। তাওহিদ ফিসসিফাত ৩।তাওহীদ ফিল হুকুক ৪। তাওহীদ ফিল ইবাদত এ প্রকারভেদ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল। ২০২৬ সালে সালাফিদের অনুসরণ করতে গিয়ে চার প্রকার বাদ দিয়ে তিনটি স্তরে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যেমন- ১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ ২।তাওহীদ ফিল উলুহিয়া ৩। তাওহীদ ফিয যাত ওয়াস সিফাত। এখানে তাওহীদ ফিল হুকুক থাকলে রাজতন্ত্র অবৈধ হয়ে যায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালা এর আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ ফিকহ বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী শিরোনামে বিশ্বকবি শেখ সাদী (রহঃ) বিখ্যাত কবিতাংশ লা ইউমকিনু সানাউ কামা কানা হাককুহু বাদ আয খোদা বুজুর্গ কেচ্ছা মুখতাছার অর্থসহ ছিল।

২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের এ কবিতাংশ স্বেচ্ছায় হিংসা করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৫। ২০২৫ সালের বই এর ৫৫ পৃষ্ঠায় সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ আজমাইনের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয় নবী (ﷺ) উনার হাদীস আসহাবি কান নুজুম ফাবি আইয়্যিহিম ইকতাদাইতুম ইহতাদাইতুম অর্থাৎ- আমার সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) নক্ষত্রের মত, অতএব তাদের যাকে অনুসরণ করবে হেদায়েতের পথ পাবে। (মিশকাত ৫৫৪) ২০২৬ এর সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ ফিকহ বইয়ে এ হাদিস খানাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই হাদিস মানতে গেলে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) কে সত্যের মাপকাঠি তা মানতে হয়। সুকৌশলে শয়তানী ও হিংসা করে হাদীস বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৬। ২০২৫ সালের ৭ম শ্রেণির আকাইদ ফিকহ বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠায় মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা পাঠের মাযহাব গ্রহণ করার বিধান শিরোনামে লেখা ছিল "যিনি নিজে মুজতাহিদ নন, এমন ব্যক্তির জন্য এ চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে অনুসরণ করা ওয়াজিব।

২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ ফিকহ বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠায় পরিমার্জন করে লেখা হয়েছে যিনি নিজে মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির জন্য এ চার মাযহাবের যেকোনো একটিকে অনুসরণ করা নিরাপদ ও উত্তম এ কথার দ্বারা যিনি মুজতাহিদ নন তার জন্য মাজহাব মানার বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে, যার ফলে যে যেমনই বুঝবে তিনি ফতওয়া দিচ্ছেন এবং দিতে থাকবেন।

১৭। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ ফিকহ বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠায় ইকামাতে সালাতের জন্য দাঁড়াবার সঠিক সময় এই শিরোনামের যে অংশটিতে বর্ণিত হয়েছে "কিন্তু একামতের পূর্বে দাঁড়ানো সুন্নাহর খেলাফ"। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ ফিকাহ বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় এ শিরোনামের অংশটুকু বাদ খারেজী-সালাফী মত চালু করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

১৮। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ ফিকহ বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় সালাতে দাঁড়ানোর নিয়ম শিরোনামের একটি অংশে লেখা ছিল "পুরুষগণ দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে ২ ইঞ্চি পরিমাণ ফাক রেখে দাঁড়াবে । মহিলাগণ দু পায়ের পাতা মিলিয়ে দাঁড়াবে"। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ ফিকহ ৯১ পৃষ্ঠায় এ অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ সালাফিগণ পুরুষ ও নারীর নামাজের কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। ৯৩ পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়েছে মিথ্যা ও ভ্রান্ত ফতওয়া অধিকাংশ ইমাম ও আলেমের মতে পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে সিজদা করবে।

১৯। ২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় সালাতুল কাজা পরিচ্ছেদে কাযা সালাতের পদ্ধতি শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা বর্ণনা করা ছিল। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বই এর ৯৭ পৃষ্ঠায় এর শিরোনাম ও বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়। কাজা সালাতের নিয়ত তরজমাসহ স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়া হয়।

২০। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১০১ পৃষ্ঠায় মৃত ব্যক্তির কাজা সালাতের কাফফারা শিরোনামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলা বর্ণনা করা হয়। দ ২০২৬

সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ৯৮ পৃষ্ঠায় উক্ত শিরোনাম ও বর্ণনা বাদ দিয়ে লেখা হয় মৃত ব্যক্তির না পড়া সালাতের কাজা বিষয়ে সহিহ এমন কি দুর্বল সনদেও কোন নির্দেশনা নেই। নাউজুবিল্লাহ।

২১। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠায় বেতরের রাকাত সংখ্যা দলিল সহ তিন রাকাত পড়া ওয়াজিব বলা হয়। ২০২৬ সালের বইয়ের ১০২ পৃষ্ঠায় সংযোজন করে লেখা হয় "তবে একাধিক সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, বেতরের সালাত পাঁচ রাকাত, সাত রাকাত, নয় রাকাতও পড়া যায়।" এ কথা লিখে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেওয়া হয়।

২২। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ১০৮ পৃষ্ঠায় জানাজা সালাতে সুন্নত তিনটি এই শিরোনামে লেখা ছিল জানাযা সালাতের পর দোয়া করার ক্ষেত্রে হাদিসে ও শরীয়তে নিষেধ করা হয়নি। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠার সংযোজন করা হয়, তবে অবশ্যই এই দোয়া হবে ব্যক্তিগতভাবে সমষ্টিগত ভাবে নয়। প্রশ্ন হল সমষ্টিগতভাবে দোয়া করা নিষেধ এটি কোথায় আছে? ১১০ পৃষ্ঠায় একই কথা লেখা আছে জানাযার সালাতে তাকবির সংখ্যা শিরোনামে।

২৩। ২০২৫ সালের বইয়ে লেখা আছে- প্রথম তাকবীরের পর সানা পাঠ করবে। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ে ১০৫ পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়- অনেক ইমাম ও আলেমের মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করার এ মতটি ওহাবী-সালাফিদের ভ্রান্ত মতবাদ বলে সালাফী ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। যা চৌদ্দশত বছরের কোন ইমাম গ্রহণ করেননি। ১০৯ পৃষ্ঠায় একই কথা বলা হয় অনেক ইমাম ও আলেমের মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

২৪। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠায় মাগরিব সালাতের পর ছয় রাকাত সালাতুল আওয়াবীন দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ১১৫ পৃষ্ঠায় বিষয়টি শয়তানী ও হিংসা করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৫। ২০২৫ সালের বইয়ের ১২৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়- তারাবিহ দশ সালামের সাথে ২০ রাকাত পড়তে হয় এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) উনাদের ইজমা বা সম্মিলিত মত এটাই, এর বাইরে কিছু করার অবকাশ নেই। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণিত হাদিসে ৮রাকাতের যে বর্ণনা রয়েছে তা ছিল রাতের নফল বা তাহাজ্জুদ। ২০২৬ সালের সপ্তম শ্রেণীর আকাইদ বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয় তবে ২০ রাকাত আদায় করতেই হবে এমনটি নয় বলেও সন্দেহ ও ফেতনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কেউ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে আট রাকাত তারাবি পড়তে চাইলে পড়তে পারে। এ সংযোজন এর ফলে সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকে উপেক্ষা করে সালাফী মতকে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের কে ২০ রাকাত পড়তে নিরুৎসাহী করা হয়েছে। তারাবির সালাতে আরবি নিয়ত বাদ দেয়া হয়েছে, চার রাকাতের পর যে দোয়া পড়া হয় এবং যে মোনাজাত করা হয় তা সম্পূর্ণ শয়তানী ও হিংসা করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৬। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠায় শবে বরাতের সাওম একটি পরিচ্ছেদ যেখানে শবে বরাতের রাতে ইবাদত দিনে রোজা দলিলসহ উল্লেখ ছিল। ২০২৬ সালের বইয়ে তা শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৭। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১৪৯ পৃষ্ঠায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর প্রতি মহব্বত শিরোনামে ৪ নং বিষয়টিতে লেখা ছিল "আল্লাহর নিদর্শনসমূহ যথা বাইতুল্লাহ ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর স্মৃতি- যেমন রওজা মোবারক জিয়ারতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা।" ২০২৬ সালের আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের ১৪৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ যথা বাইতুল্লাহ মসজিদে নববি ও বায়তুল মুকাদ্দাস প্রকৃতি স্থান পরিদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা" এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারক জিয়ারত করার বিষয়টি হিংসা ও শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৮। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বই এর ১৪৯ পৃষ্ঠায় আল্লাহর অলিদের প্রতি মহব্বত ও তাদের অনুসরণ শিরোনামে লেখা ছিল- "ওলিগণ জাহেরী জ্ঞান দানের সাথে সাথে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনেরও বাস্তব জ্ঞান দান করেন। কলব বা অন্তরকে পবিত্র করার জন্যই অলিগণের সাহচার্য

প্রয়োজন। তাদের প্রতি মহব্বত রেখে তাদেরকে অনুসরণ করেই আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) উনার সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয়। তাই অলিগণকে ভক্তি তাজিম ও মহব্বত করা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য অতীব প্রয়োজন। ২৬ সালের ১৪৫ পৃষ্ঠায় এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে।

২৯। ২০২৫ সালের সপ্তম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১৫৮ পৃষ্ঠায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার শিরোনামে একটি পাঠ যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের বইয়ে তা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর

৩০। ২০২৫ সালের ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের ৯ নং সকল ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে অনুসরণ করা এবং তাকে ভালোবাসার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ২০২৬ সালে আকাইদ বইয়ের ৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল তাওহীদ ও কালিমা ২০২৬ সালের কালিমা শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।

৩১। ২০২৫ সালের ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠায় ঈমানে মুজমাল উল্লেখ করা হয়। ২০২৬ সালে ঈমানে মুজমাল অর্থসহ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ঈমানে মুফাসসালে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩২। ২০২৫ সালের ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় দরুদ শরীফের ফজিলত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। প্রিয় নবী (ﷺ) উনার নাম মোবারক শুনে যে দরুদ শরীফ পড়ে না সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কৃপণ, যে দরুদ শরীফ পড়ে তার জন্য প্রিয় নবী (ﷺ) বিচার দিনে সুপারিশ করবেন। ২০২৬ সালের বইয়ে এই অংশটুকু নবী (ﷺ) উনার দুশমনী করে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ খারেজী-সালাফীগণ শাফায়াতে বিশ্বাস করে না।

৩৩। ২০২৫ সালের ষষ্ঠ শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় আজান অধ্যায়ে আজানের পরের দোয়া পরিচ্ছেদে "ওয়ার যুকনা শাফায়াতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ" এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ সালাফিগণ প্রিয়নবীর শাফায়াত অস্বীকার করে অথচ এ বিষয়ে উমদাতুল কারী -আইনি ৩/১২৪, আশিয়াতুল লুমুয়াত ১/১৯৩ সগীরে ১৯৮ তাবারানি, আল মুজামিল আওসাত ৪/৯৮ পৃষ্ঠা, আল মুজামুল কবীর ১২/৬০ পৃষ্ঠা গ্রন্থসমুহে বিভিন্ন ইবারতে বিষয়টি উল্লেখ হয়ে রয়েছে। এ অধ্যায় আযানের পরে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতি আদব ও তাজিম, হাত উঠিয়ে মোনাজাতের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। ২০২৬ সালের বইয়ে এই অংশটি শয়তানী করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৪। ২০২৫ সালের ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের ৭৯ পৃষ্ঠায় সালাতের মাকরুহ সময় সমূহ শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ ছিল ২০২৬ সালে পরিচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যত স্থানে ওযুর নিয়ত, সালাতের নিয়ত, ঈদের সালাতের নিয়ত, সাওমের নিয়ত তরজমাসহ আরবিতে ছিল। ২০২৬ সালের বই থেকে তা সকল বই থেকে হিংসা করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৫। যেমন ষষ্ঠ শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৮০, ৮১,৮২,৮৩,৮৪ নং পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের আকাইদ বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় কদমবুচি শিরোনামে দলিল সহ কদমবুচির বিষয়ে মুস্তাহাব-সুন্নত আমল হিসেবে বর্ণনা ছিল ২০২৬ সালের বই থেকে পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৬। ২০২৫ সালে পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ১০ পৃষ্ঠার বিদাআতের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। ১. আল বিদআতুল হাসানা ২. আল বিদআতুস সাইয়্যেয়াহ। ২০২৬ সালের বইয়ে বিদআতের প্রকারভেদ বাদ দিয়ে খারেজী-ওহাবী ভ্রান্ত মতবাদ চালু রাখার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

৩৭। ২০২৫ সালে পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় জান্নাত আটটি বলে উল্লেখ করে আটটি জান্নাতের নাম বর্ণিত হয়েছে। ২০২৬ সালের বইয়ে লেখা হয়েছে জান্নাত আটটি নয় বলে মিথ্যা মত পেশ করা হয়েছে।

৩৮। ২০২৫ সালে পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ২৫ পৃষ্ঠায় আউলিয়ায়ে কিরামের সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক শিরোনামে ৪নং বিষয়টি ২০২৬ সালের বইয়ে

সংযোজন করা হয় সংযোজনে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা লেখা হয় পুকুর ও দিঘির মাঝে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কারামত নয়। শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এটা কারামত। এখানে অলিগণের কারামতকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি বরং রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। রাজা দাহিরের সাথে যুদ্ধ করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম যা আমরা ইতিহাসে জানতে পারি।

৩৯। ২০২৫ সালে পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় অপবিত্র অবস্থায় যেসব কাজ করার নিষেধ পরিচ্ছেদে উল্লেখ ছিল- অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা ও স্পর্শ করা, সালাত আদায় করা, কাবা ঘর তাওয়াফ করা, সালাত সহ অন্য কোন সিজদা- যেমন তেলাওয়াতে সিজদা করা নিষেধ। ২০২৬ সালের বইয়ে সংযোজন মিথ্যা মত করা হয় তবে কোন কোন ইসলামী পন্ডিত বলেছেন, তেলাওয়াতে সিজদা ও শোকরের সিজদায় ওজুর প্রয়োজন নাই। এতে করে শিক্ষার্থীরা বিনা অজুতে তেলাওয়াতে সিজদা ও শোকরের সিজদায় ওযুর প্রয়োজন অনুভব করবে না- নাউযুবিল্লাহ্।

৪০। ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ তারাবি সালাতের চার রাকাত পরপর সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুত এ তাসবীহটি এবং আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা এ দোয়াটি সম্পূর্ণ শয়তানী ও হিংসা করে বাদ দেয়া হয়েছে।

৪১। ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় জানাযার সালাত পরিচ্ছেদে জানাযা নামাজে সুরাতুল ফাতেহা পড়ার বিধান উল্লেখ করা হয়নি। ২০২৬ সালের বইয়ে সংযোজন করা হয় অনেক ইমাম ও আলেমের মতে তাকবীরে তাহরীমের পর সানা না পরে সুরা ফাতিহা পড়তে হয়। কারণ ওহাবী-সালাফিদের আমলের মতে সুরা ফাতিহা না পড়লে জানাযা নামাজ হয় না। কোন মাযহাব বা ফকিহের মতে দীর্ঘ ১৩০০ বছর জানাযার নামাজে সূরাতুল ফাতিহা পড়ার বিধান বর্ণিত হয়নি। সালাফিদের এ সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীগণ দ্বিধাদন্দ্বে পড়ে যাবে। এবং মানুষ হত্যা কুফুরীর চাইতেও বড় গুনাহ্ ফিতনা প্রচার হবে। (সূরা বাকারা-১৯১ ও ২১৭ নং আয়াত)

৪২। ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে মহিলাদের জন্য নিয়ত সহ ঘরের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা। ২০২৬ সালের বইয়ে এ অংশটি বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে রাসূল (ﷺ) প্রতি রমাদ্বনের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর সাথে তাঁর কোন কোন স্ত্রী আলাদা তাবুতে ই'তিকাফ করতেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে মহিলাদের মসজিদে ই'তিকাফ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে-নাউযুবিল্লাহ্।

৪৩। ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির আকাইদ বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে আত্মশুদ্ধি পরিচ্ছেদে তাজকিয়া অর্জনের জন্য কামিল মুর্শিদের প্রয়োজন এ কথাটি দলীল ও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। ২০২৬ সালের বইয়ে এ অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ওহাবী-সালাফিদের মতে পীর- মুরিদী শেরেক-নাউযুবিল্লাহ্।

তাই বর্তমান সরকারের নিকট বিনীত অনুরোধ, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হোক এবং পূর্বের গ্রহণযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ পাঠ্যবইগুলো পুনরায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐক্য, সহনশীলতা ও বিশুদ্ধ আকীদা সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা না হলে দলীল সমৃদ্ধ শত শত বছরের সঠিক ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের কোমলমতি শিশুগণ ওহাবী-খারেজী-সালাফী নতুন ও বিরুদ্ধবাদী হয়ে ভ্রান্ত মতবাদী ইসলাম অন্তরে লালন করতে গিয়ে সমাজে-পিতা-পুত্রে দ্বন্দ ও ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি করবে যা মানুষ খুন কুফুরীর চাইতে বৃহৎ ও জঘন্য অপরাধ। (সূরা বাকারা-১৯১ ও ২১৭ নং আয়াত)

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

বিঃদ্রঃ কলাম, মতামত ও বিজ্ঞাপন বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ﷺ) উনার সুন্নাত

গোসলের সুন্নত সমুহ

- * গোছল করা ফরয হলে সুবহে সাদেকের সময় ঘুম হতে জাগা মাত্রই গোসল করে নেয়া উচিৎ। যেন ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়। ফজর হওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি গোসল না করে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকে তবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না। **(মিশকাত শরীফ)**

গোসলের সুন্নত তরীক্বা বা নিয়মাবলী

- * প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নেয়া। তারপর শরীরের কোথাও বীর্য অথবা অন্য কোন নাপাক লেগে থাকলে সেটা তিনবার করে ধুয়ে পাক করে নেয়া। এরপর ছোট-বড় ইস্তেঞ্জা করে নেয়া। (প্রয়োজন হোক অথবা না- হোক) তারপর সুন্নত ত্বরিকায় ওযু করা। যদি গোসল করা পানি পায়ের কাছে জমা হয়ে থাকে তবে পা না ধুয়ে সেখান থেকে সরে গিয়ে ধুয়ে নেয়া। আর যদি পানি জমা না হয়ে থাকে তবে ঐ সময়ও ধৌত করা জায়েয আছে। এখন সর্বপ্রথম মাথায় পানি ঢালা। তারপর ডান কাঁধে এরপর বাম কাঁধে। এই পরিমাণ পানি ঢালা যাতে পানি মাথা হতে পা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শরীরকে হাত দিয়ে রগড়ানো। এটা একবার হলো- এমনি ভাবে দ্বিতীয়বার আবার ঢালা। প্রথমে মাথায় তারপর ডান কাঁধে পরে বাম কাঁধে এবং শরীরের যেসব জায়গা শুকনা থাকার সম্ভাবনা আছে সে সকল জায়গায় হাতদ্বারা রগড়িয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এমনি ভাবে তৃতীয়বার মাথা হতে পা পর্যন্ত পানি দেয়া। **(তিরমিযী)**

টিকা : গোসলের পর শরীর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা অথবা না মুছা দু'টোই করা যেতে পারে তবে যে কোন একটা সুন্নতের নিয়তে করে নিতে হবে। **(মিশকাত)**

- উক্ত গোসলের দ্বারাই নামায আদায় করে নেয়া যেতে পারে। নতুনভাবে ওযু করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী) হ্যাঁ, যদি গোসল করার পর ওযু ভেঙ্গে যায় তবে পুনরায় ওযু করতে হবে। ওযু সম্পর্কে যে সমস্ত সুন্নতের উল্লেখ করা হচ্ছে সে গুলোর প্রতি প্রত্যেক ওযুর সময় দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।
- ঘর থেকে ওযু করে নামাযের জন্য যাওয়া। (বুখারী শরীফ)
- ওযুকে কামেল তরীকায় করা। (অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় ওযু করাই কামেল তরীক্বা) (মুসলিম শরীফ)
- বিশেষ করে যখন শীত বা ঠান্ডা ইত্যাদির কারণে ওযু করতে মন না চায় তখন সুন্দর ভাবে ওযু করা। (তিরমিযী শরীফ)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৩১৫ পৃষ্ঠা)

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ **কোন আমলে ৮০ বছর ইবাদত ৮০ বছরের গুনাহ্ মাফ হয়?**

উত্তর: হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমআ'র দিন আছর নামায পড়ে নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে এই দরূদ ৮০ বার পড়লে ৮০ বছরের গুনাহ মাফ ও ৮০ বছরের ইবাদতের নেকী লাভ করবে। (তিবরানী, দারে কুতনী)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যী ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাছলীমা।

❖ **কিভাবে কবুল হজ্বের সওয়াব লাভ করা যায়?**

উত্তর: নেক নজর তথা স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে মাতা-পিতার প্রতি তাকালেই কবুল হজ্বের ছওয়াব তথা জান্নাত পাওয়া যায়। (ইবনে মাযাহ)

❖ **কিভাবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সওয়াব লাভ করা যায়?**

উত্তর: হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার বিকালে ১০০ বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

সুবহা-নাল্লহী ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লহিল আজীম পড়বে ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে আর কেহই আসবে না তাকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ছওয়াব দেয়া হবে। প্রত্যহ এই দু'আ পাঠকারীর সকল পাপই মিটিয়ে দেয়া হবে। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (বুখারী শরীফ)

❖ **কি নিয়ে ১ ঘন্টা চিন্তা করলে ৭০ বছর ইবাদতের সওয়াব হয়?**

উত্তর: আল্লাহর কুদরত বা সৃষ্টি নিয়ে ১ ঘন্টা চিন্তা বা গবেষণা করলে ৭০ বছর ইবাদত করার চেয়েও অতি উত্তম। (ফাঃ আঃ)

❖ **কিভাবে ৪০ হাজার থেকে ২৮ কোটি সওয়াব লাভ হয়?**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدً

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহিদান আহাদান ছমাদান লাম ইয়াত্তাখিজ ছহিবাতাও ওয়ালা ওয়ালাদাও ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ ১০ বার পড়বে সে ৪০ হাজার নেকী পাবে। রমাদ্বনে ৭০ গুন ৭০×৪০= ২৮,০০,০০০ আটাশ লক্ষ নেকী লাভ করবে। (ফাঃ আঃ)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪০৬ পৃষ্ঠা*)

মাসআলা-মাসায়েল
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ দুধ পান করার সময়ের দু'আ

মহান আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামত দুধ পান করার সময়ে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۞

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা-মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ্ পাক! আপনি আমাদেরকে এ দুধে বরকত দান করুন এবং তা আরো বাড়িয়ে দিন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ দুঃস্বপ্ন দেখলে এ দু'আ পড়বে

কেউ যদি দুঃস্বপ্ন দেখে তবে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে এ দু'আখানা তিনবার পাঠ করবে এবং বামদিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করবে এবং অন্য দিকে ফিরে শোবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا ۞

উচ্চারণ : আউ-যুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বো-নি ওয়া শাররিহা-যিহির রুইয়া।

অর্থ : আমি শয়তান ও স্বপ্নের অনিষ্টতা হতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কাপড় পরিধানের সময় এ দু'আ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةً ۞

উচ্চারণ : আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যা- ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতা।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে কাপড় পড়িয়েছেন এবং কোন প্রকার শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে তা দান করেছেন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ নতুন কাপড় পড়ার সময় এ দু'আ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ۞

উচ্চারণ : আলহাম্‌দু লিল্লা হিল্লাযী কাসা-নী মা উওয়া-রী বিহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।

অর্থ : সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাকে পোশাক পরিধান করিয়েছেন যাদ্বারা আমি আমার ছতর আবৃতি করি এবং আমি নিজের জীবনে সৌন্দর্য লাভ করি। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ যে কোন বদনজর হতে বাঁচার দু'আ

নবীজি পাক (ﷺ) অসুস্থ হলে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এ দু'আ পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিয়েছিলেন।

بِسمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

نَفْسٍ وَّعَيْنٍ بِسمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ ۞

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আরক্বীকা মিং কুল্লি দা-য়িন ইউযীকা ওয়ামিন শাররি কুল্লি নাফ'সিও ওয়া আইনিন বিসমিল্লা-হি আরক্বীকা ওয়াল্লহু ইয়াশফীকা।

অর্থ : মহান আল্লাহ পাকের নামের সহিত আমি আপনার উপর ফুঁক দিচ্ছি এমন রোগ হতে যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। আর সকল মানুষ বা হিংসাপরায়ণ চক্ষুর অনিষ্ট হতে। মহান আল্লাহ পাকের নামে আমি আপনার উপর ফুঁক দিচ্ছি, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনার রোগ মুক্ত করুন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

(মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা রচিত-*সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪১৮ পৃষ্ঠা*)

দরূদ শরীফ পর্ব

দরূদে মাহী'র ফজিলত

খুব কঠিন বিপদে কিংবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে ক্রমবৃদ্ধি করে ২১ দিন বা ৪১ দিনে সোয়া লক্ষ বার এই দরূদ শরীফ পড়লে সাথে সাথে ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ৭বার পড়লে স্বাস্থ্য অটুট থাকে, দেহশ্রী লাবণ্যময় থাকে এবং বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

দরূদে মাহী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ اَفْضَلِ الْبَشَرِ شَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْحَشَرِ وَالنَّشَرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন খইরিল খলায়িক্বি আফদ্বালিল বাশারি শাফীয়িল উম্মাতি ইয়াওমাল হাশারি ওয়ান্নাশারি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআদাদি কুল্লি মা'লুমিল্লাকা ওয়া ছল্লি আ'লা জামীয়িল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালীনা ওয়াল মালায়িকাতিল মুক্বাররাবীনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ ছলিহীনা ওয়ারহামনা মাআ'হুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

স্বাস্থ্যকথা

মধু মাসের ফল ও গ্রীষ্মকালীন সুস্থতা: কিছু জরুরি পরামর্শ

গ্রীষ্মের তীব্রতার মাঝেই আমাদের প্রকৃতিতে আসে 'মধু মাস'। আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ হরেক রকমের পুষ্টিকর ও রসালো ফলে ভরে ওঠে চারপাশ। এই ফলগুলো যেমন সুস্বাদু, তেমনই আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকরী। তবে জুন মাসের এই গুমোট গরমে ও বর্ষার শুরুতে একদিকে যেমন ফলের পুষ্টি নেওয়ার সুযোগ থাকে, অন্যদিকে ডায়রিয়া, জন্ডিস ও পেটের সমস্যার মতো কিছু রোগবালাইয়ের ঝুঁকিও বাড়ে। তাই এই সময়ে সুস্থ থাকতে সঠিক নিয়ম জানা জরুরি।

আম ও লিচু: পুষ্টির খনি, তবে পরিমিত

পাকা আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' এবং 'সি', যা চোখের জ্যোতি বাড়ায় ও ত্বক ভালো রাখে। লিচুও শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ করে। তবে মনে রাখতে হবে:

অতিরিক্ত আম বা লিচু একসঙ্গে খেলে পেটের গোলমাল বা বদহজম হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীদের পাকা আম খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

খালি পেটে অতিরিক্ত লিচু খাওয়া শিশুদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই ভরা পেটে খাওয়া ভালো।

কাঁঠাল ও জাম: আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং এতে প্রচুর আঁশ (Fibre) থাকে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আর কালো জাম রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে এবং লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

জুন মাসের কিছু সাধারণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সতর্কতা:

১. ডায়রিয়া ও ফুড পয়জনিং: এই গরমে খাবার খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বাসি খাবার খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। রাস্তাঘাটের খোলা খাবার বা কাটা ফল একদমই খাবেন না।

২. বাজারের ফল ধোঁয়ার নিয়ম: আজকাল ফলে নানা রকম রাসায়নিক বা ফরমালিন ব্যবহারের ভয় থাকে। তাই বাজার থেকে আম বা লিচু আনার পর অন্তত ৩০ মিনিট পরিষ্কার পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর খাবেন।

৩. বর্ষার শুরুতে মশার উপদ্রব: জুন মাসে মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হওয়ার কারণে চারপাশের পাত্রে পানি জমে ডেঙ্গু মশার বংশবৃদ্ধি হতে পারে। তাই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখুন।

৪. পর্যাপ্ত পানি ও স্যালাইন: রোদ থেকে এসে ঘরে ফিরেই ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি খাবেন না। স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি, লেবুর শরবত বা প্রয়োজনে ডাবের পানি পান করুন।

উপসংহার:

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা যে আল্লাহ তাআলার একটি বড় নিয়ামত- এ সম্পর্কে বহু হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হাদীস হলো-

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ: "দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত-সুস্থতা এবং অবসর সময়।" (সহীহ্ বুখারী- ৬৪১২ নং হাদীস শরীফ)

আল্লাহ তাআ'লা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের কল্যাণের জন্যই এই মৌসুমী ফলগুলোর নেয়ামত দান করেছেন। পরিমিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই ফলগুলো গ্রহণ করলে এবং বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করলে এই গরমেও আমরা সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে পারব, ইনশা-আল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ: "আর তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ পাক) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ-৩১ নং আয়াত শরীফ)

আসুন, আমরা সচেতন হই এবং সুস্থ শরীর নিয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত ও হক্বের দা'ওয়াতে আত্মনিয়োগ করি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি মালয়েশিয়া থেকে নিয়মিত লাইভে যুক্ত থাকি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

মুহাম্মাদ হাবিল সিদ্দীকী,
মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ওয়াজ শেয়ার করে অথবা "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা প্রচার করে হলেও মানুষদেরকে হক্বের দা'ওয়াত দিন। আপনার দা'ওয়াতে যদি কেউ হক্ব পথ পায় তাহলে তার জীবনের সমস্ত ভালো আমলের এক কপি ছওয়াব আপনিও পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

সিদ্দীক্বিয়া সুন্নতী সামগ্রী

এখানে সুন্নতী টুপি, রুমাল, পাগড়ী, কোর্তা, ফতুয়া, আতর, মেসওয়াক ও জায়নামাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়।
কুরিয়ারের সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের সব জায়গায় পাঠানো হয়।

প্রো: মুহাম্মাদ মতিয়ার রহমান

মোবাইল: ০১৭৩৭-০৯৪৬৩৪, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩
ঠিকানা: দরবার শরীফ মার্কেট, বারোপুর, বগুড়া শহর।

সম্পাদকীয়

নিত্যপণ্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি: সিন্ডিকেটের অবসান ও কার্যকর বাজার মনিটরিং চাই

দেশের সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবনযাত্রার আকাশে সংকটের যে কালো মেঘ জমেছে, তা কেবল বৈশ্বিক মন্দার অজুহাত নয়; বরং দীর্ঘদিনের দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা এবং অসাধু চক্রের সিন্ডিকেট সংস্কৃতির এক অনস্বীকার্য পরিণতি। মে মাসের তীব্র দাবদাহ ও লোডশেডিংয়ের দুঃসহ যন্ত্রণার পর জুন মাসের এই সময়ে এসে সাধারণ মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। চাল, ডাল, তেল থেকে শুরু করে প্রতিটি কাঁচাবাজারের এই আগুনমূল্য বর্তমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সঙ্গে এক চরম বৈপরীত্য তৈরি করেছে, যা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে প্রতিনিয়ত সংকুচিত করছে।

আমাদের অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থার মূলে রয়েছে এক গভীর ক্ষত-অসাধু ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃত্রিম কারসাজি। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কিংবা ডলার সংকটের দোহাই দিয়ে প্রতি নিয়ত যেভাবে রাতারাতি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, গত কয়েক বছরে দেশীয় উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও কেবল সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে এক শ্রেণির অসাধু চক্র। যখন খুচরা বাজারে এসে পণ্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়, তখন ভূগর্ভস্থ কোনো অদৃশ্য শক্তির ইশারায় এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের আয়ের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে শুধু দু-মুঠো অন্ন সংস্থানের পেছনে, যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে এক চরম ঋণের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

কাগজে-কলমে আমাদের বাজার নিয়ন্ত্রণে একাধিক সরকারি সংস্থা ও আইন থাকলেও, মাঠপর্যায়ে তার কার্যকারিতা আজ অলস পড়ে আছে। অথচ বাজারগুলো নিয়ন্ত্রণে না থাকায় আমাদের গুনতে হচ্ছে চড়া মূল্য। একদিকে বাজারে পণ্যের কোনো ঘাটতি নেই, অন্যদিকে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে-এই দ্বিচারিতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত যে চাঁদাবাজি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য চলছে, তার দায়ভার শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহককেই বইতে হচ্ছে।

বর্তমান এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কোনো 'সাময়িক লোকদেখানো অভিযান' বা 'জরিমানা করার জোড়াতালির সিদ্ধান্তে' সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা ও মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে নিজস্ব গোয়েন্দা নজরদারি ও বাজার মনিটরিং ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় পণ্যের সরবরাহ চেইনকে সরাসরি উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সিন্ডিকেট চক্রের লাগাম টেনে ধরে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা এখন সময়ের জোরালো দাবি।

আমরা বিশ্বাস করি, খাদ্য ও নিত্যপণ্য কেবল ব্যবসা বা মুনাফার উপাদান নয়, এটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের বেঁচে থাকার মেরুদণ্ড। কৃষি, শ্রমজীবী এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সচল রাখতে হলে বাজার খাতের এই চরম অব্যবস্থাপনা দূর করার কোনো বিকল্প নেই। নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, কেবল মেগা প্রকল্প বা বাহ্যিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব নয়, যদি না দেশের সাধারণ মানুষের জন্য দু-বেলা ডাল-ভাতের ন্যূনতম নিশ্চয়তা ও স্বস্তি নিশ্চিত করা যায়।

"হক্বের দা'ওয়াত" সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার। মানুষের জীবন রক্ষা করা এবং সমাজে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের পরম দায়িত্ব। এটি একটি নৈতিক ও মানবিক দায়িত্বও বটে। নাগরিকদের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে-অযথা আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য মজুত করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে। মানুষের জীবনের গুরুত্ব এবং ব্যবসায়িক সততা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা আমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করে-

নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি (কৃত্রিম সংকটের মাধ্যমে) মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পণ্য মজুত করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-২১৫৫ নং হাদীস শরীফ)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজি ﷺ বলেন-

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের বাজারের মূল্যের ওপর হস্তক্ষেপ করে (কৃত্রিম উপায়ে) তা বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহ তায়ালার অধিকার হলো কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের এক বিশাল স্তূপে বসানো।" (মুসনাদে আহমাদ-২০৩১৬ নং হাদীস শরীফ)

আজ প্রশ্ন একটিই-

আর কতকাল সিন্ডিকেটের জাঁতাকলে পিষ্ট হবে সাধারণ মানুষের জীবন?

আর কতদিন বাজার কারসাজির পেছনে আমরা অসহায় আত্মসমর্পণ দেখতে বাধ্য হবো?

জনগণের দৈনন্দিন জীবন যেন ক্ষোভের কারণ না হয়ে স্বস্তির ও শান্তিময় হয়-এই প্রত্যাশাই আমাদের।

আশ্বাস নয়, চাই কার্যকর প্রতিকার; প্রতিশ্রুতি নয়, চাই কঠোর বাস্তবায়ন।

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD.** ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্কানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

রামিসা হত্যাকাণ্ড: দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এখন সময়ের দাবি

২০২৬ সালের ১৯ মে, ঢাকার মিরপুর পল্লবীতে ঘটে যাওয়া ৭/৮ বছরের নিষ্পাপ শিশু রামিসা আক্তারের নির্মম ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড পুরো দেশকে শোকাহত ও স্তব্ধ করে দিয়েছে। পপুলার মডেল হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী রামিসাকে প্রতিবেশী সোহেল রানা ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের আলামত লুকানোর জন্য গলা কেটে হত্যা করে। তার মাথাবিহীন দেহ খাটের নিচে এবং মাথা বাথরুমের বালতিতে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী স্বপ্নাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই নৃশংসতা শুধু একটি পরিবারের বুক খালি করেনি, বরং আমাদের সমাজের নিরাপত্তা, মানবিকতা ও নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিশুরা আজ কতটা নিরাপত্তাহীন, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রামিসা হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশে শিশু নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা বারবার ঘটছে। কিন্তু বিচারের দীর্ঘসূত্রতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তাই রামিসার বিচার শুধু পরিবারের দাবি নয়, এটি সমগ্র জাতির দাবি।

ইসলাম অন্যায় হত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ মুবারক করেন-

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী-৮৯৩ নং হাদীস শরীফ)

আমাদের করণীয়:

পরিবারে দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা জোরদার করা এবং সন্তানদের প্রতি সতর্ক নজরদারি বাড়ানো।

সমাজে আল্লাহভীতি ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

রাষ্ট্রের কাছে দাবি: দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অপরাধীদের (সোহেল রানা ও স্বপ্নাসহ) মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা।

রামিসার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এখন আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান- দ্রুততম সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করুন, যাতে আর কোনো নিষ্পাপ শিশু এমন পশুত্বের শিকার না হয়।

হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।"

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতী আমলের পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন!

আপনার ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে চান? আলহামদুলিল্লাহ, প্রকাশিত হয়েছে "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘণ্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার।"

এই বইটিতে পাচ্ছেন:

- ☞ সনদ সহ হাজার হাজার নির্ভরযোগ্য দলীল।
- ☞ ১২ মাসের অর্থাৎ মুহররম মাস থেকে যিলহজ্ব মাস পর্যন্ত প্রতিটি মাসের, প্রতিটি দিনের ও রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ফজিলত
- ☞ ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজনীয় সকল দোয়া ও আমল।
- ☞ অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্নভান্ডার
- ☞ ৬৯টি সুন্নতী খুৎবা (অর্থসহ)।

বইটি সংকলন করেছেন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

হাদিয়া: ৮০০/- টাকা মাত্র।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার:

পবিত্র কুরআন শরীফ বোঝার এক নতুন দিগন্ত!

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এক অনন্য কিতাব: "পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ" ৩০ খন্ডের (১ম খন্ড) এবং (২য় ও ৩য় খন্ড)।

যারা আরবি ব্যাকরণ না জেনেও পবিত্র কুরআন শরীফের প্রতিটি শব্দের অর্থ সরাসরি বুঝতে চান, তাদের জন্য এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

এই কিতাবটির অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ☑ শব্দে শব্দে অর্থ: প্রতিটি আরবি শব্দের নিচে আলাদাভাবে বাংলা উচ্চারণ ও শাব্দিক অর্থ দেওয়া হয়েছে।
- ☑ দ্বি-ভাষিক সুবিধা: একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি উচ্চারণ এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ।
- ☑ ৩০ খণ্ডে বিভক্ত: পড়ার ও বহনের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ কুরআনকে ৩০টি সুন্দর খণ্ডে সাজানো হয়েছে।
- ☑ সবার জন্য উপযোগী: সাধারণ পাঠক, শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, গৃহিণী এবং আলেম-ওলামাদের জন্য এটি একটি সেরা রেফারেন্স গাইড।

"এটি কেবল একটি কিতাব নয়, বরং প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।"

আপনার ঘরে আল্লাহ্ পাক উনার কালামের আলো পৌঁছে দিতে এবং প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে সংগ্রহ করুন এই অনন্য সংকলনটি।

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সকল কিতাব ও মাসিক পত্রিকা!

আপনারা এখন থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত সকল কিতাব এবং "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

🚚 অর্ডার করার নিয়মাবলী:

আপনি যদি কিতাব বা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করতে চান, তবে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা মেসেজ দিন:

সরাসরি কল করুন: ০১৭৭৮-০৮০৯৪৫, ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp)

"হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ বার্তা"

প্রতিটি মানুষ জন্ম নেয় মুসলমান হয়ে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর অর্থাৎ মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (সহীহ্ বুখারী-১৩৮৫ নং হাদীস শরীফ) এরপর জন্মের পর যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন তার মা-বাবা যে ধর্মে থাকে সে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ১০ বছরের নিচে কোনো সন্তান মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু ১০ বছরের পর যখন সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ধরবেন। কেন সে সত্য সঠিক ধর্ম ইসলামকে মেনে নিলোনা। এখন ইসলাম ধর্মের মধ্যেও নানারকম দল-মত, ফিতনা-ফাসাদ। তিরমিযী শরীফের ২৬৪১ নং হাদীসের ভিত্তিতে ধর্মের নামে ৭৩টি দল হবে। এখন এই ৭৩টি দলের মধ্যে কোনটি হক্ব? ৭৩টি দলের মধ্যে সবাইতো নিজেকে হক্ব বলে দাবী করছে। ইসলামের নামে যতগুলো দল রয়েছে কোনো দলই ১৫০-২০০ বছর অতিক্রম করেনি। শুধুমাত্র পীর-মুরিদীর ইসলাম সিলসিলা বাই সিলসিলা নবীজি পাক ﷺ থেকে চলে আসতেছে। আল্লাহর অলীরাই হিন্দুদেরকে কলেমা পড়িয়ে পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছেন। আর সেই মুসলমানের নাতি-পুতিরা মসজিদ, মাদ্রাসা বানিয়েছে। আর সেই মসজিদ-মাদ্রাসায় চাকুরী করে বলে পীর-মুরিদী মানেই ভন্ডামি। নাউযুবিল্লাহ্। এটাতো যার পাতে খাওয়া তার পাতেই পায়খানা করা হলো।

আজকে সাধারণ মানুষেরা সঠিক ইসলাম মানতে চায় কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা যে, সঠিক ইসলাম কোনটা?

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমাকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে, তাদের জন্য হিদায়াতের সকল রাস্তা খুলে দিয়ে থাকি। (সূরা আনকাবুত-৬৯ নং আয়াত শরীফ) কিন্তু আজকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তো দূরেই থাক কারো সামান্যতম চেষ্টাটুকুও নেই। তাহলে হক্ব পথ পাবে কিভাবে? আজকে আমরা বাজারে যখন কোনো জিনিস কিনতে যাই যেমন, কোনো কাপড় কিনতে গেলে সেটা কত যাচাই-বাছাই করে কিনি, কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর দরদাম করে সেটা কিনি। অথচ অনাদি-অনন্তকাল ধরে আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে থাকার বাসনা করি। কিন্তু বাত্বিল পথে নিজের জীবন অর্থ, সময়, শ্রম ব্যয় করলে কখনো জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। জান্নাতে যেতে হলে হক্ব পথে থাকতে হবে।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী বলেন, যারা হক্ব পথে চলতে চান কিন্তু হক্ব খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল সেটা বুঝতে পারছেন না, তারা তাহাজ্জুদ নামাজের সময়ে উঠে মন খুলে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাদুন আর এভাবে দোয়া করুন, আয় আল্লাহপাক! আপনার এবং আপনার হাবীব ﷺ উনার সন্তুষ্টির পথে চলতে চাই। দয়া করে এই গুনাহগার বান্দাকে আপনার সরল, সঠিক হক্ব পথ দেখান, হক্বের পথে কবুল করুন। এভাবে প্রতিদিন দোয়া করতে থাকুন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহপাক আপনাকে মাহরূম করবেন না। আল্লাহপাক অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে উনার সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন। শুধুমাত্র নিয়ত, চেষ্টা এবং দোয়া এই তিনটি জিনিস থাকলে সে হক্ব পথ পাবেই ইনশা-আল্লাহ্।

"হক্বের দা'ওয়াত"

বর্তমান যামানায় বাইয়াত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর জেনুইন ইসলাম যিনি নিজে মানছেন এবং সাধারণ মানুষদেরকে মানানোর চেষ্টা করছেন। তিনি হচ্ছেন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী**। তিনি মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নতকে অনুসরণ-অনুকরণ করেন। ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো মহিলার সাথে তিনি কখনো দেখা করেন না। (পাতিলের ভাত হয়েছে কিনা এজন্য পুরো পাতিলের ভাত টিপে দেখতে হয়না তার জন্য উপর থেকে একটি ভাত টিপলেই পুরো পাতিলের খবর পাওয়া যায়। **হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও হক্ব পথে চলার জন্য যামানার মুজাদ্দিদ লক্ষ্যস্থল বগুড়া হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের হক্কানী অলী-মুর্শিদ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার মত হক্বানী অলীদের সোহবত প্রয়োজন। সূরা তওবার ১১৯ নং আয়াত শরীফের ভিত্তি "তোমরা সত্যবাদীদের (অলীদের) সাথী হও।" জীবনে একবার হলেও উনার সোহবতে আসুন**। উনার সোহবতে আসা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে ইন্টারনেট থেকে ছবি-ভিডিও মুক্তভাবে উনার একটি ওয়াজ হলেও শুনুন। উনার লিখিত কিতাবগুলো পড়ুন। তাহলে সঠিক ইসলাম জানতে ও বুঝতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হক্ব পথে কবুল করুন-আমীন।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

“আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্বানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ”

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, “ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই” (সূরা বাকারা- ২৫৬) “সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা” (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) “ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ” (সূরা বাকারা- **১৯১** এবং **২১৭**)। আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল عليه السلام গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنه গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত-

অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :

ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা “জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস” গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি-ভিডিও ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে “নবীয়ানা কাম” বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাঁধা দিয়ে কুফরী করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্বানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার পক্ষ থেকে **"শর্ত সাপেক্ষে** প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার, ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।"
"হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)* ।

<u>বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ :</u>

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সম্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বদ্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। *(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)*

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" *(সূরা বাক্বারা : ৪২ নং আয়াত শরীফ)* "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" *(সূরা মায়িদা : ৩ নং আয়াত শরীফ)* "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" *(সূরা আলে ইমরান: ৮৫ নং আয়াত শরীফ)* "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" *(আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)* "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" *(সূরা নূর : ৫৫ নং আয়াত শরীফ)* অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।

"ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী-আওলিয়াদের নেক সোহবতে এসে সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, **দৈনিক হক্বের ডাক, মাসিক হক্বের দা'ওয়াত** সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার** কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"।

(মুসলিম শরীফ-৭ নং হাদীস, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)